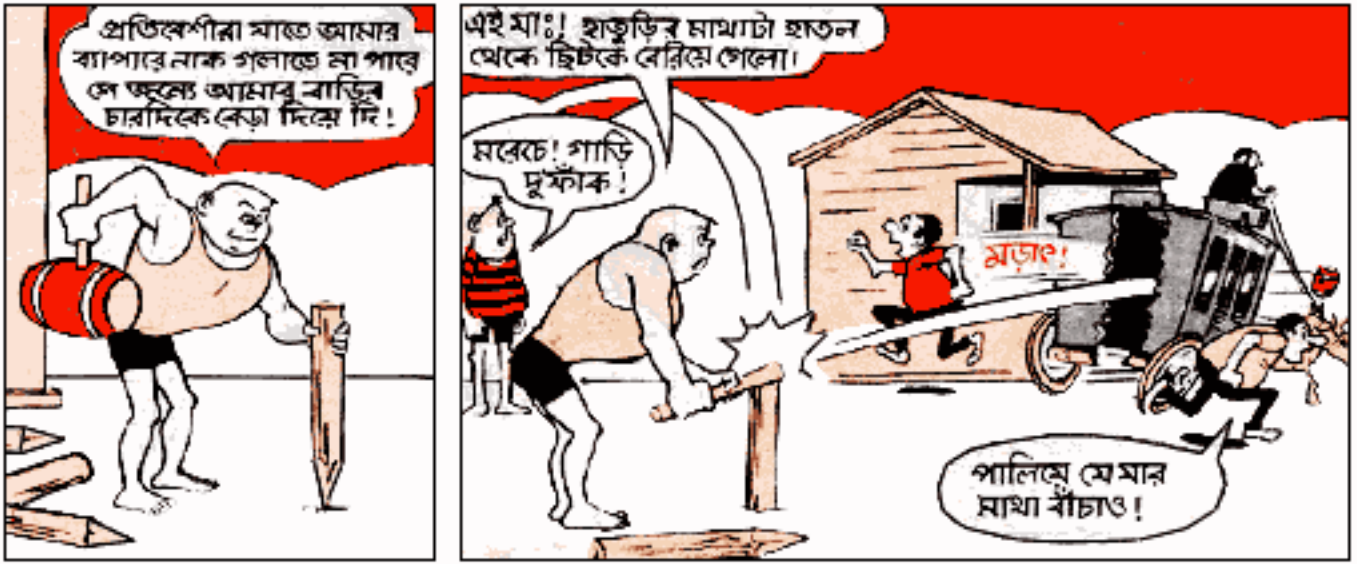
প্রতিবেশীরা যাতে আমার ব্যাপারে নাক গলাতে না পারে সে জন্যে আমার বাড়ির চারদিকে বেড়া দিয়ে দি!
এই মাঃ! হাতুড়ির মাথাটা হাতল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলো।
মরেচে! গাড়ি দুফাঁক!
মড়াৎ!
পালিয়ে যে মার মাথা বাঁচাও!

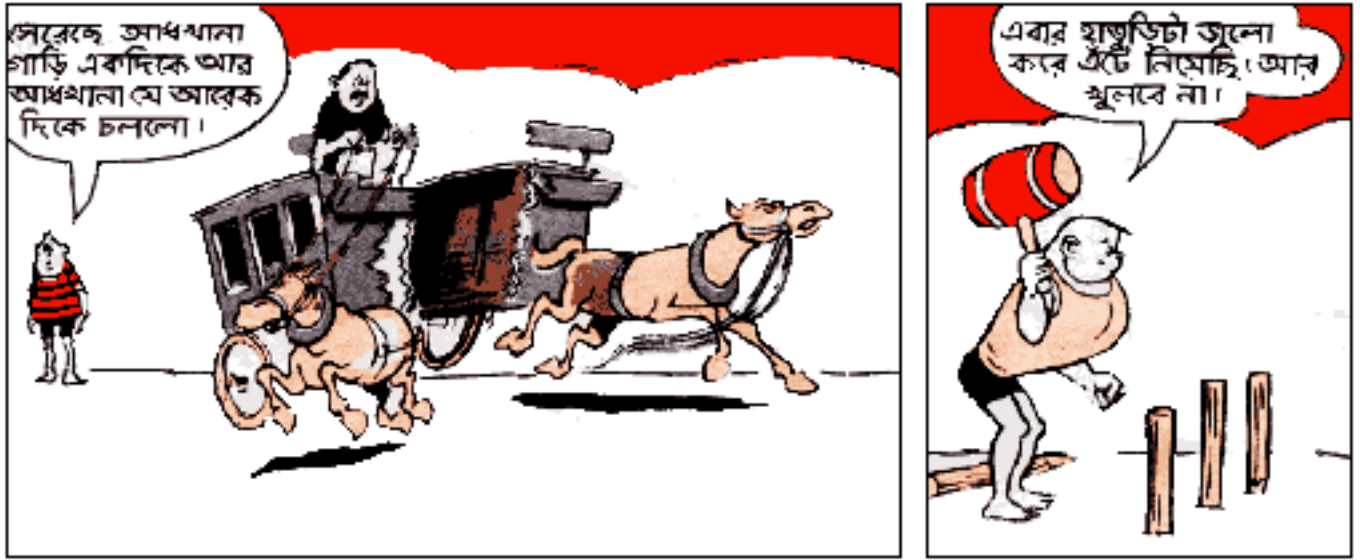
সেরেছে, আধখানা গাড়ি একদিকে আর আধখানা যে আরেক দিকে চললো।
এবার হাতুড়িটা ভালো করে এঁটে নিয়েছি। আর খুলবে না।

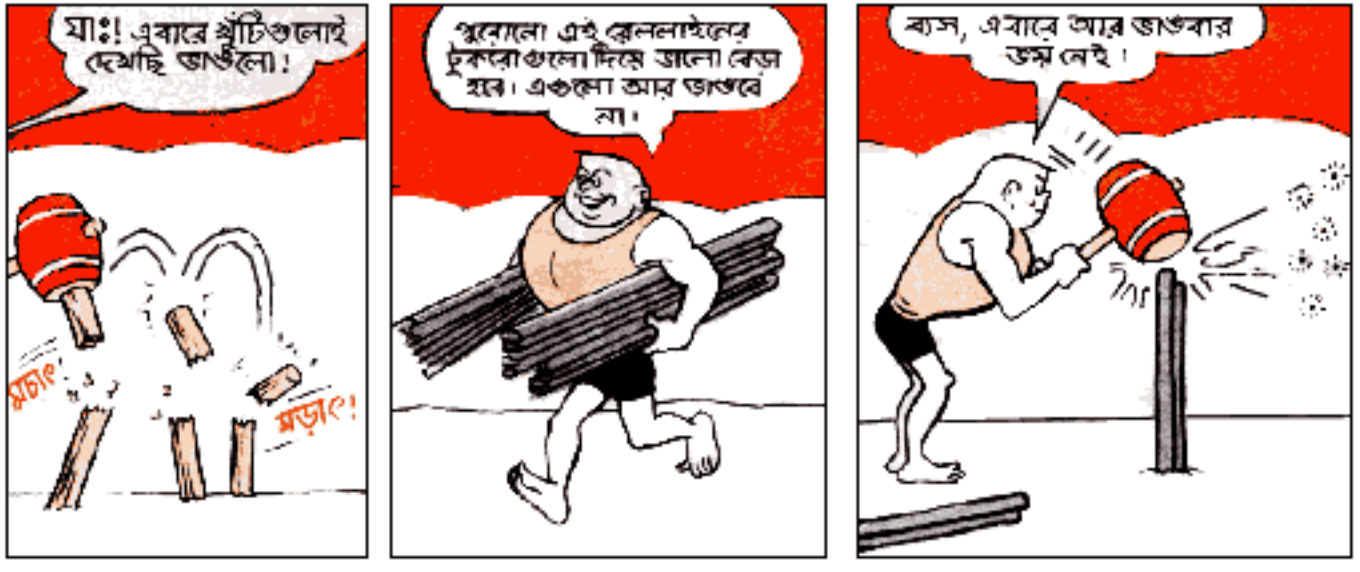

যাঃ! এবারে খুঁটিগুলোই দেখছি ভাঙলো!
মচাৎ
মড়াৎ!
পুরোনো এই রেললাইনের টুকরোগুলো দিয়ে ভালো বেড়া হবে। এগুলো আর ভাঙবে না।
ব্যস, এবারে আর ভাঙবার ভয় নেই।

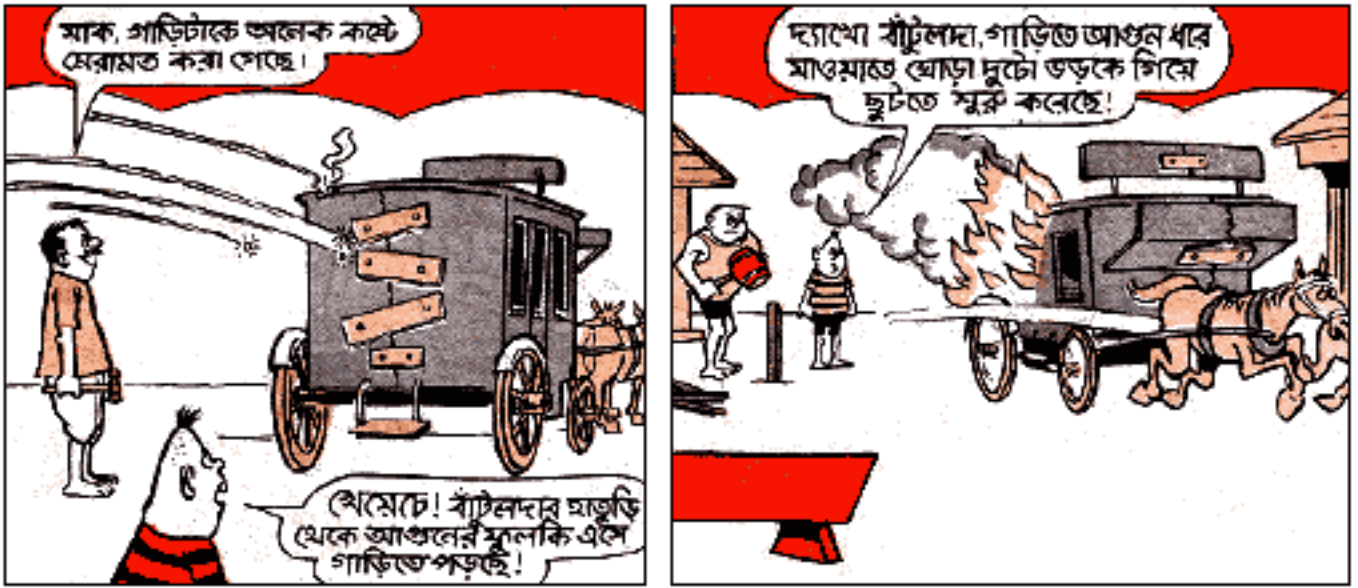
যাক, গাড়িটাকে অনেক কষ্টে মেরামত করা গেছে।
খেয়েচে! বাঁটুলদার ঘাড়ুড়ি থেকে আগুনের ফুলকি এসে গাড়িতে পড়ছে!
দ্যাখো বাঁটুলদা, গাড়িতে আগুন ধরে যাওয়াতে ঘোড়া দুটো ভড়কে গিয়ে ছুটতে শুরু করেছে!

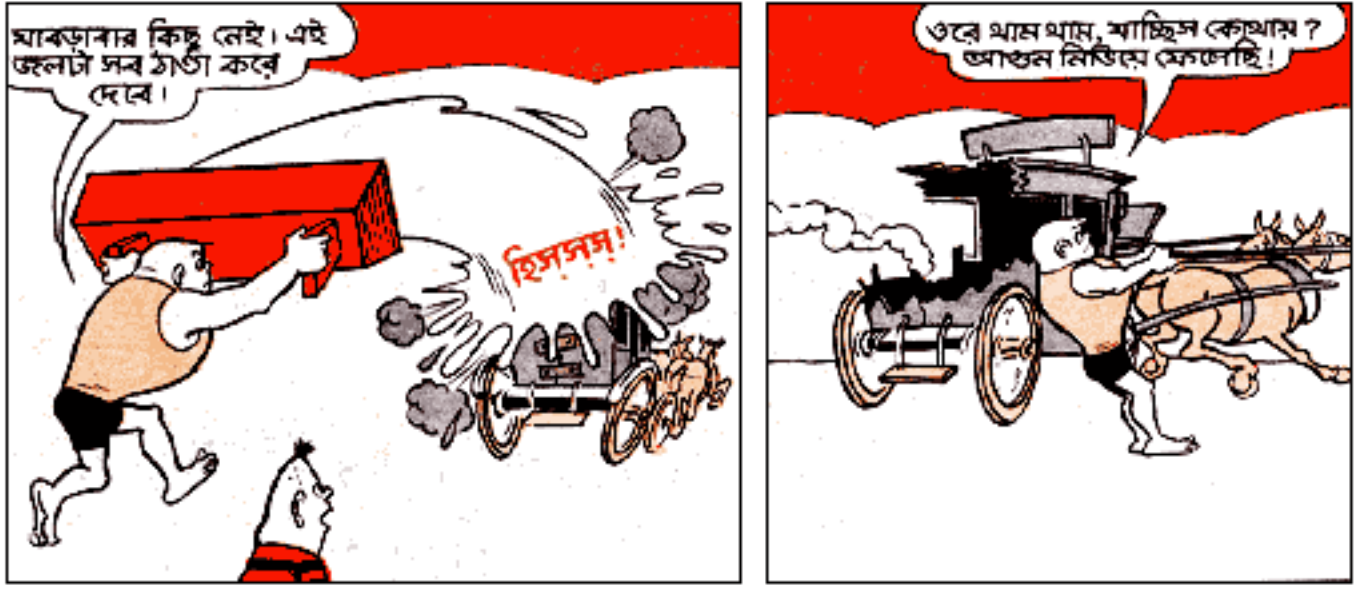
যাবড়াবার কিছু নেই। এই জলটা সব ঠাণ্ডা করে দেবে।
হিসসস!
ওরে থাম থাম, যাচ্ছিস কোথায়? আগুন নিভিয়ে ফেলেছি!

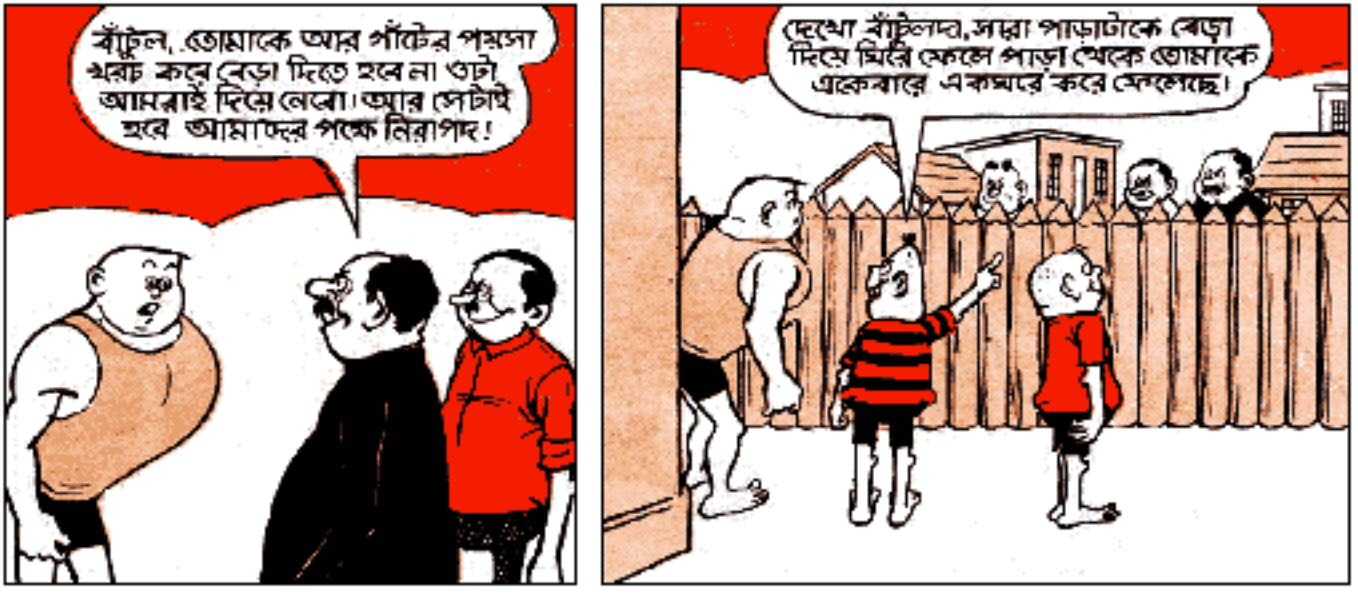
বাঁটুল, তোমাকে আর পাঁকের পয়সা খরচ করে বেড়া দিতে হবে না ওটা আমরাই দিয়ে নেবো। আর সেটাই হবে আমাদের পক্ষে নিরাপদ!
দেখো বাঁটুলদা, সারা পাড়াটাকে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে পাড়া থেকে তোমাকে একেবারে একঘরে করে ফেলেছে।

সমাপন

আমার পোষা এই হতচ্ছাড়া শকুনটাকে বিদেয় করার জন্যে দীর্ঘ হাঁটাপথে পাহাড় জঙ্গলে যাচ্ছি, সঙ্গে কিছু খোরাকী নিয়ে যাচ্ছি!
তোকেও সঙ্গে নিচ্ছি! আর যখন আমরা হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে যাবো তখন তোকে ছেড়ে দেবো!
মতলবটা হচ্ছে এই যে তুই হেঁটে হেঁটে এতো কাহিল হয়ে পড়বি যে, আর তুই আমার বাড়িতে ফিরে যেতে পারবি না!
তারপর আমি তোর কাছ থেকে পরিত্রাণ পাবো!

শকুন গোপনভাবে বাঁটুলের পিছনে চললো। তারপর বাঁটুলের থলিতে ঠোকর লাগালো।
এবং তারপর
এই যে, ব্যাস! একি! এটা কি হলো? হতভাগা পেটুক শকুনটা আমার সাধের বোমা সাবড়ে দিয়েছে!

তুই পেট ফুলে মরলে আমার খুবই কষ্ট হবে! এই গামলাটায় ঢোক মোটা এইমাত্র তুই খালি করেছিস!
আমরা পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে আরো কিছু দূর যাবো!
একঘণ্টা পরে
এখন বাড়ি থেকে আমরা অনেক দূরে। তুই আর কখনো এখান থেকে হেঁটে ফিরে যেতে পারবি না। সুতরাং লাফ মেরে সামনে এগো!

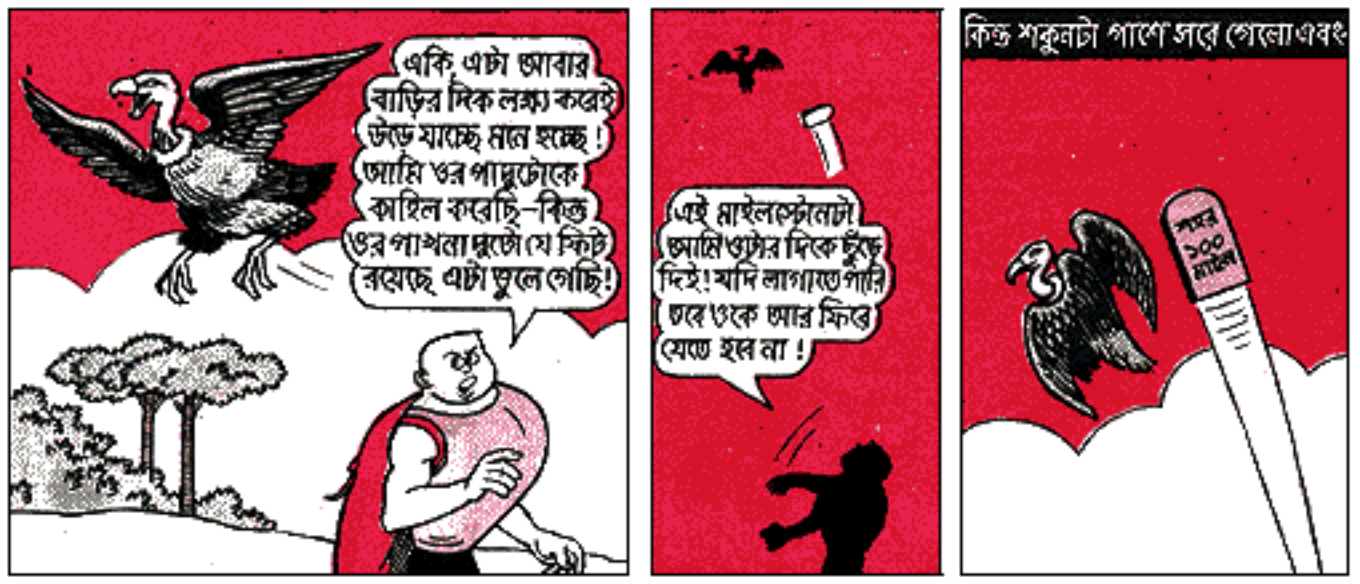

একি, এটা আবার বাড়ির দিক লক্ষ্য করেই উড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে! আমি ওর পাদুটোকে কাহিল করেছি—কিন্তু ওর পাখনা দুটো যে ঠিক রয়েছে, এটা ভুলে গেছি!
এই মাইলস্টোনটা আমি ওটার দিকে ছুঁড়ে দিই! যদি লাগাতে পারি তবে ওকে আর ফিরে যেতে হবে না!
কিন্তু শকুনটা পাশে সরে গেলো এবং

ঐ মাইলস্টোনটা আবার নীচে পড়া শুরুর আগে পর্যন্ত ওপরে আরো ওপরে উঠে গেলো।
এটা এতো বেগে নামতে লাগলো যে ঘর্ষণ জনিত উত্তাপে লাল হয়ে উঠলো
ওটা এসে পড়লো দাঁড়িয়ে থাকা একটা পেট্রল ট্যাঙ্কারের ওপরে এবং—
পেট্রল
পেট্রল

দুড়ুম!

বিদায় ব্যাটা শকুন!
বিস্ফোরণে তোর সব পালকই
খসে গেছে তাই নতুন পালক না
গজানো পর্যন্ত তোকে এখানেই
থাকতে হবে আর ততদিনে
তুই সব ভুলে মেরে দিবি!

সমাপন

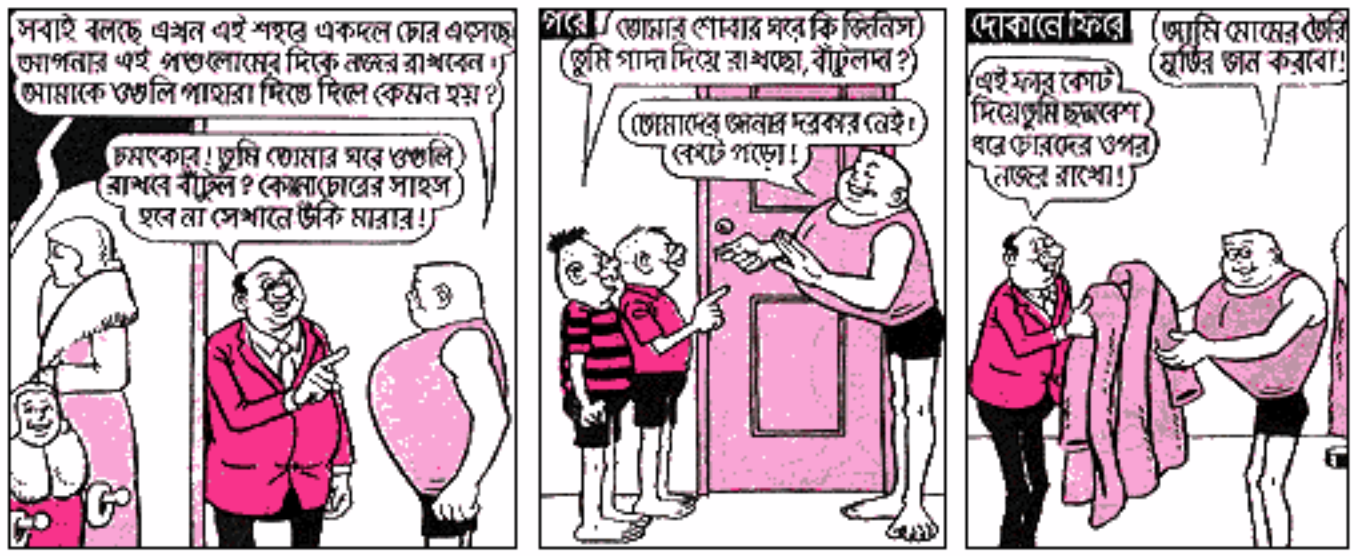

সবাই বলছে এখন এই শহরে একদল চোর এসেছে! আপনার এই পশুলোমের দিকে নজর রাখবেন। আমাকে ওগুলি পাহারা দিতে দিলে কেমন হয়?
চমৎকার! তুমি তোমার ঘরে ওগুলি রাখবে বাঁটুল? কোনো চোরের সাহস হবে না সেখানে উঁকি মারার!
পরে
তোমার শোবার ঘরে কি জিনিস তুমি গাদা দিয়ে রাখছো, বাঁটুলদা?
তোমাদের জানার দরকার নেই। কেটে পড়ো!
দোকানে ফিরে
এই সমুর কোট দিয়ে তুমি ছদ্মবেশ ধরে চোরদের ওপর নজর রাখো!
আমি লোমের তৈরি মূর্তির ভান করবো!

ওরা জানতেই পারবে না এটা আমি।
এবার আমি দোকানটা একটু ঘুরে দেখি, বাঁচুল!
ইতিমধ্যে (পাঁচ মিনিটের মধ্যে) আমি আমার থানার বিশেষ রক্ষী বাহিনীকে ফাল্গুনের দোকানের সামনে থাকতে বলছি। আমি একটা বেনামী চিঠি পেয়েছি তাতে বলা হয়েছে যে আজ রাতে ওখানে ডাকাতি হতে পারে।
আমরা পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকি, ঢুকি ভিতরে ঢুকবো। পরে কি করতে হবে তোমরা জানো।

দোকান বন্ধের সময়
আমি তালা বন্ধ করে দিচ্ছি, বাঁটুল। জিনিসের ওপর নজর রেখো!
আমার ওপর ছেড়ে দিন। সব কিছু নিরাপদ এবং ঠিকঠাক থাকবে!
হাঃ! একটা ছোট্ট মাছি আমার নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। আ-আ-আ-
-হাঁচ্চো!
একি, আমি যখন এই মোমের মূর্তিটির ওপর দিয়ে হাঁচলাম তখন ওটা ককিয়ে উঠলো!
আঁউফ্!

খুব ভালো হয়েছে আমি পিছনে ছিলাম। এটা চোরদের একজন!
শ্‌শ্‌শ্‌! হচ্ছেটা কি?
একটাকে ধরেছি! আর এই যে এবার পুরো দলটাই আসছে! ঠিক আছে, এই যে দেখাচ্ছি!
ধর ওকে সবাই মিলে!
পাঁচ মিনিট পরে
সব ব্যাটা কাচ। আরে, ওসি! আপনি মূর্তি সেজে এখানে কি করছেন?
তুমি যা করছো বুদ্ধু! চোর ধরার চেষ্টা। এরা সবাই আমার লোক!

ওদিকে বাঁচুলের বাড়িতে
অবশেষে বাড়তি চাবি দিয়ে বাঁচুলদার ঘরের দরজা খুলতে পেরেছি।
ওহ্ দ্যাখ! ফার কোর্টে ভর্তি!
নিজেদের ঘরে
সবই মেয়েদের কোর্ট মাইরি!
শোন দোস্ত! বাঁচুলদার ঘরের জানালা দিয়ে কেউ ঢোকার চেষ্টা করছে!
দ্যাখ! কেউ একজন বাঁচুলদার ঘরে ঢুকছে!
এক বোঝা ফার কোর্ট নিয়ে ও নামছে!
ঠ্যালা মারার জন্যে তৈরি থাক!

এই যে,বোঝা সমেত সোজা ও নেমে আসছে!
একটু পরেই
তোরা খুব ভালো কাজ করেছিস! একটা সিঁধেল চোর ধরেছিস!
তুমিও ঠিক সময়ে এসে গেছো! এবার ওকে বাঁধো!
একি, এযে পশুলোমের পোশাকের দোকানের ম্যানেজার! ব্যাটা শেয়াল! ব্যাটা চালোকি করে পুলিশ আর আমাকে সস্তা কোট পাহারা দিতে বলে বন্দীগুলি পাচারের কেস্টায় ছিলো!

সমাপন

পালিয়ে যাওয়া পরিলা নিয়ে আমরা একটা ফিল্ম করছি। তবে আমরা চাই তুমি একটা পার্ট নাও, বাঁটুল!
লক্কা ফিল্মস লিমিটেড
আরিব্বাস! আমি সুপার স্টার হয়ে যাবো!
তুমি কি এই পরিলার পোশাকটা পরে নেবে? সত্যিকার পরিলাকে ব্যবহার করা অতি সাংঘাতিক বিপজ্জনক!
ওহ্ – ইয়ে, নিশ্চয়!

এবারে ঐ ডালটা ভাঙো বাঁটুল, আর ওটা ডাণ্ডার মতো চারদিকে ঘোরাও!
এ তো সোজা!
মড়াৎ!
ধড়াম!
ওপস্!
ওফ্ফ!

একটু বেশী সাবধানে বাঁটুল, আমরা এবার পরের দৃশ্যে যাবো।
আমি চাই তুমি ওই কোনা থেকে গর্জনে আর গরগর শব্দ করে আক্রমণ করতে আসবে।
এটা বেশ দারুণ মজাদার ব্যাপার! গাঁক গাঁক! গরর!

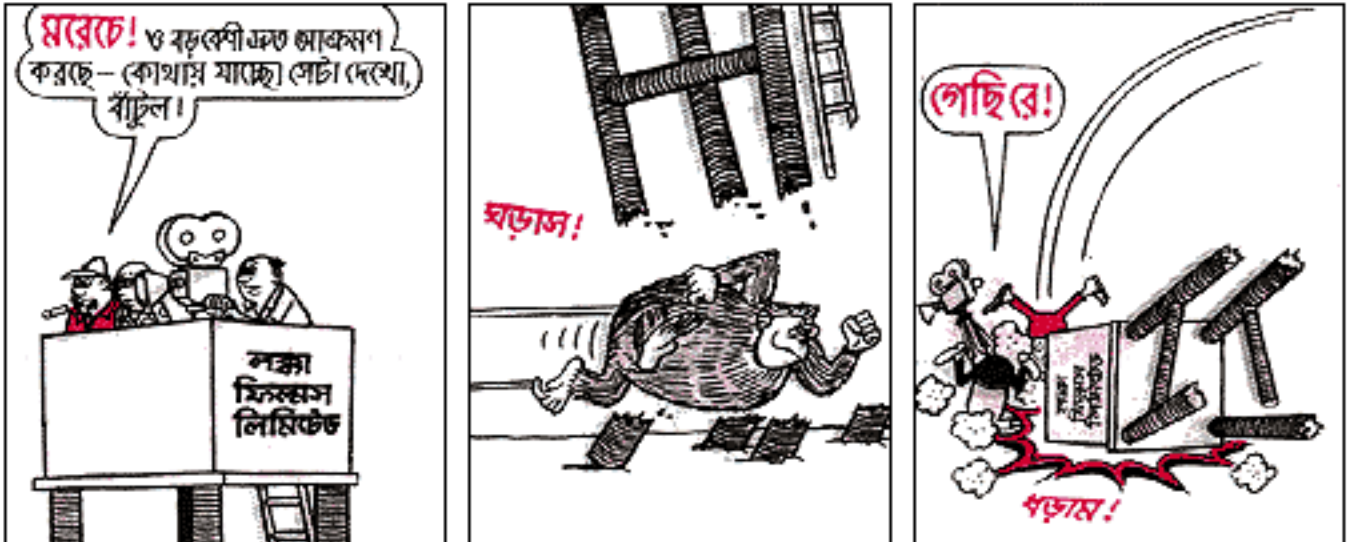

মরেছে! ও বড়বেশী জত আক্রমণ করছে— কোথায় যাচ্ছে সেটা দেখো, বাঁটুল।
ফিল্মস লিমিটেড
ধড়াস!
গেছি রে!
মড়াম!

তুমি একটি গবেট! তুমি আমাদের প্ল্যাটফর্ম ভেঙে ফেলেছো। এবারে আমরা পরের দৃশ্যে যাবো।
আমরা এই কুঁড়ে ঘরের ভিতরে যাচ্ছি তুমি এই দরজা দিয়ে
আক্রমণ করছো এই ফিল্ম তুলতে।
অ্যাকশন!
এই যে আমি আসছি!

ইরক! ও দরজাটা ফক্কেছে!
ওহ্, না,না!
এটা ঠিক হয়ে গেছে বাঁটুল, আমরা একটা আসল গরিলা ভাড়া করবো—ওটা বিপজ্জনক হবে না!
ঠিক,ঠিক!

সমাপন

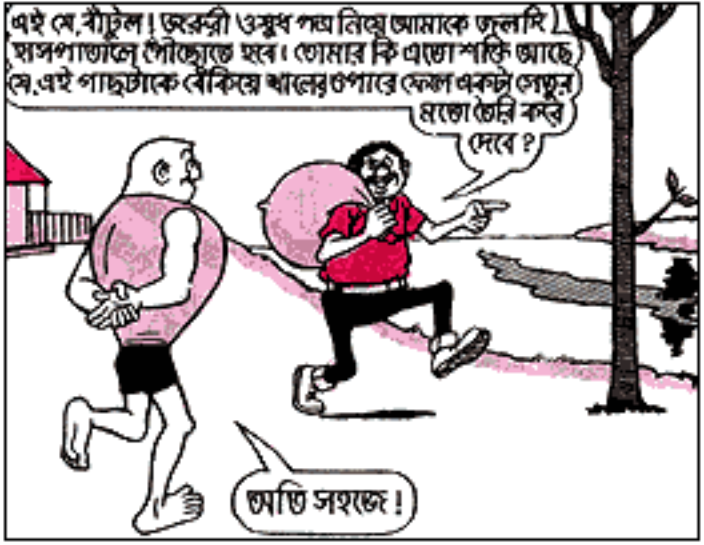

এই যে, বাঁটুল! জরুরী ওষুধ পত্র নিয়ে আমাকে জলদি হাসপাতালে পৌঁছোতে হবে। তোমার কি এতো শক্তি আছে যে, এই গাছটাকে বেঁকিয়ে খালের ওপারে ফেলে একটা সেতুর মতো তৈরি করে দেবে?
অতি সহজে!
এই তো হয়ে গেলো!
তোমার জবাব নেই বাঁটুল!

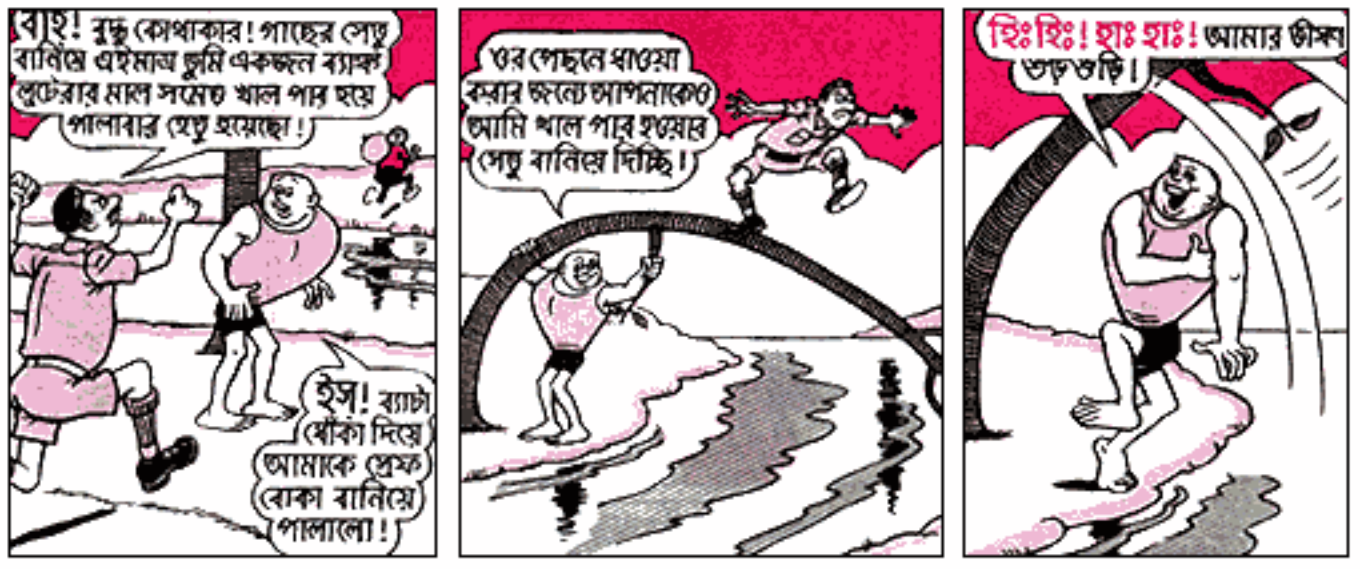

বাঃ! বুদ্ধু কোথাকার! গাছের সেতু বানিয়ে এইমাত্র তুমি একজন ব্যাঙ্ক লুটেরার মাল সমেত খাল পার হয়ে পালাবার হেতু হয়েছো!
ইস! ব্যাটা ধোঁকা দিয়ে আমাকে স্রেফ বোকা বানিয়ে পালালো!
ওর পেছনে ধাওয়া করার জন্যে আপনাকেও আমি খাল পার হওয়ার সেতু বানিয়ে দিচ্ছি!
হিঃ হিঃ! হাঃ হাঃ! আমার

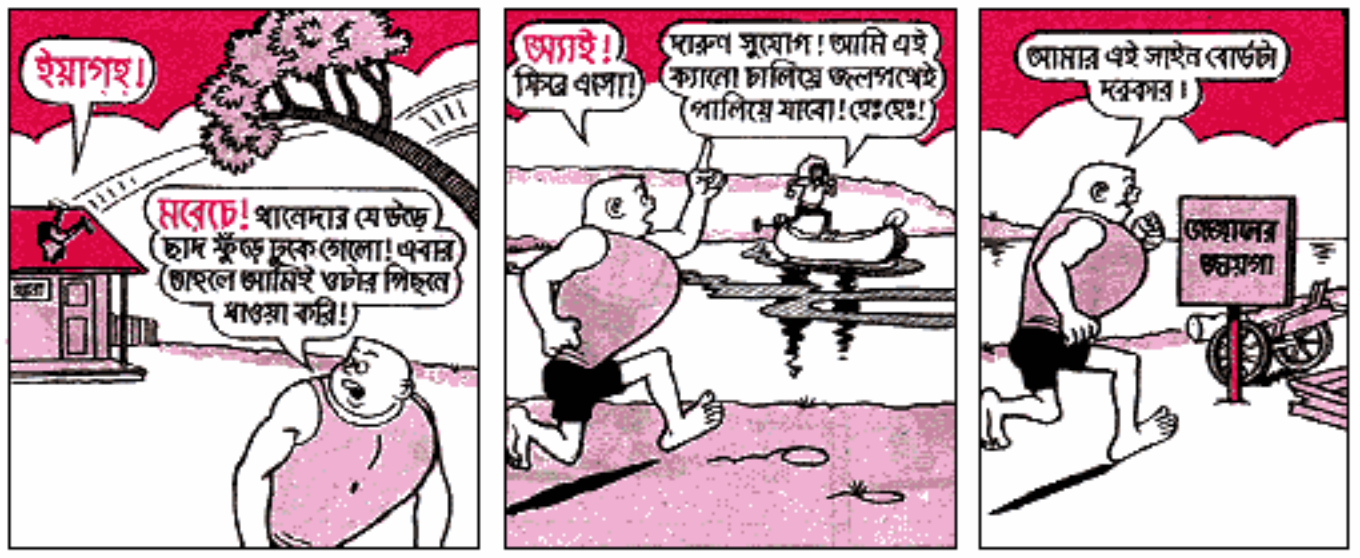

ইয়াগহ্!
মরেছে! খালেদার যে উড়ে ছাদ ফুঁড়ে ঢুকে গেলো! এবার তাহলে আমিই ওটার পিছনে ধাওয়া করি!
অ্যাই! ফিরে এসো!
দারুণ সুযোগ! আমি এই ক্যানো চালিয়ে জলপথেই পালিয়ে যাবো! হেঃ হেঃ!
আমার এই সাইন বোর্ডটা দরকার।
আবর্জনার জায়গা

এবার আমি এটা দিয়ে খালে বেশ জোরে দাঁড় টানবো!
মরেচে! একটা অদ্ভুত স্রোত আমাকে পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে!
এইযে, বৎস!
ওরে দাদা! এই স্রোতের কারণ বাঁটুল!

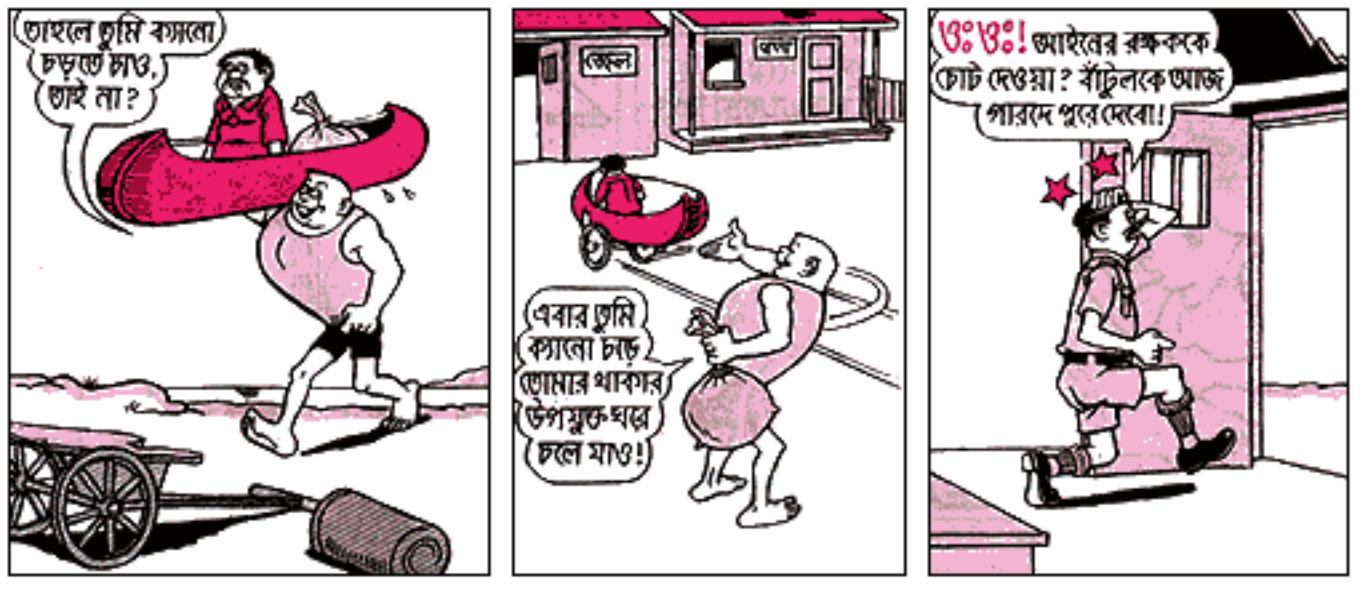
তাহলে তুমি ক্যানো চড়তে চাও, তাই না?
জেল
এবার তুমি ক্যানো চড় তোমার থাকার উপযুক্ত ঘরে চলে যাও!
ওঃ ওঃ! আইনের রক্ষককে চোট দেওয়া? বাঁটুলকে আজ গারদে পুরে দেবো!

গারদ ঘর ঠিক আছে কি না দেখেনি—
আঁফ্‌স্!
চপাস্!

থানেদার মশাই! আপনাকে দেবার মাল আপনাকে দিয়ে গেলাম আর ব্যাঙ্কে দেবার মাল ব্যাঙ্কে দিয়ে যাচ্ছি!
জেল

সমাপন

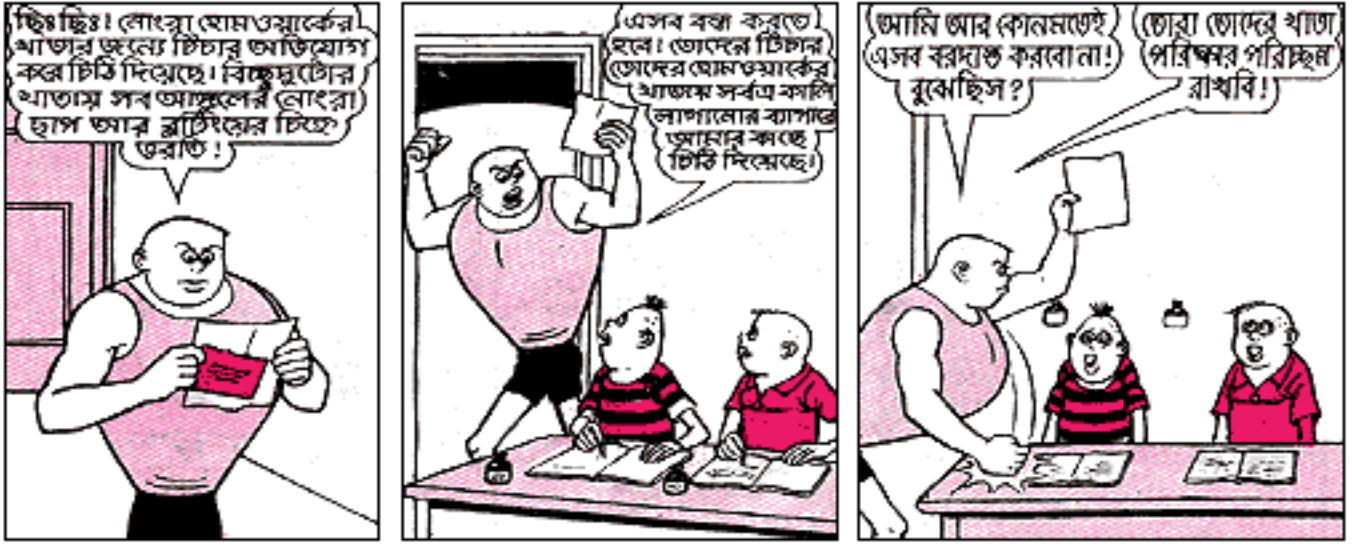

ছিঃ ছিঃ! নোংরা হোমওয়ার্কের খাতার জন্যে টিচার অভিযোগ করে চিঠি দিয়েছে! বিচ্ছুদুটোর খাতায় সব আঙুলের নোংরা ছাপ আর ব্লটিংয়ের চিহ্নে ভরতি!
এসব বন্ধ করতে হবে! তোদের টিচার তোদের হোমওয়ার্কের খাতায় সর্বত্র কালি লাগানোর ব্যাপারে আমার কাছে চিঠি দিয়েছে!
আমি আর কোনমতেই এসব বরদাস্ত করবো না! বুঝেছিস?
তোরা তোদের খাতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবি!

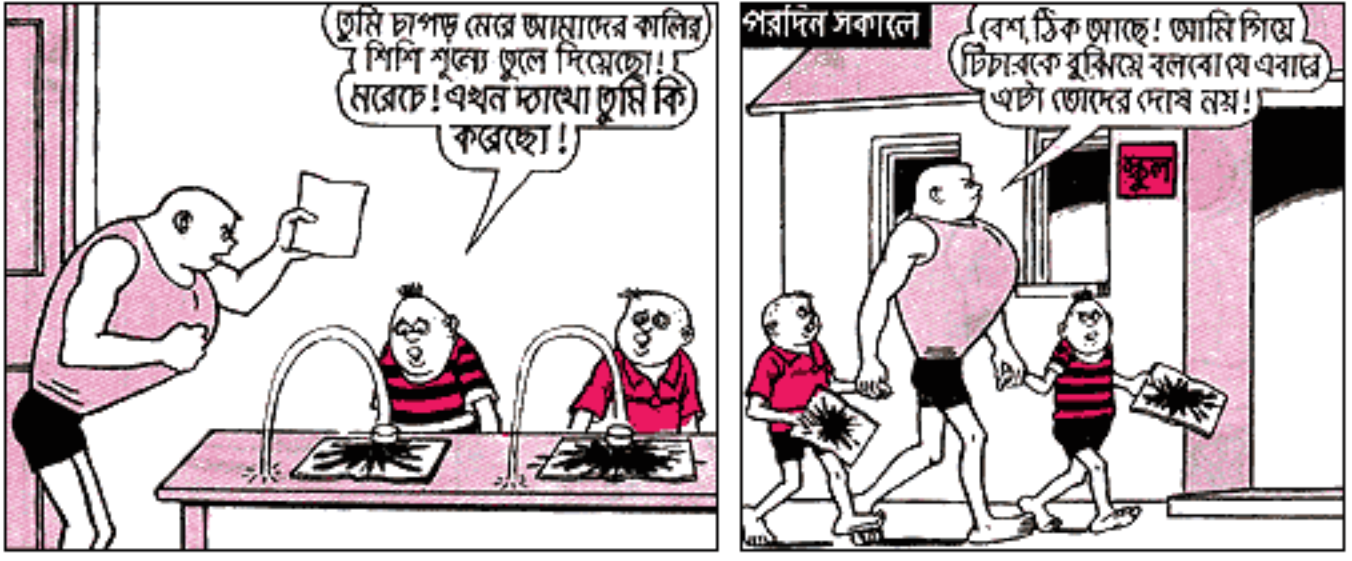
তুমি চাপড় মেরে আমাদের কালির শিশি শূন্যে তুলে দিয়েছো! মরেচে! এখন দ্যাখো তুমি কি করেছো!
পরদিন সকালে
বেশ, ঠিক আছে! আমি গিয়ে টিচারকে বুঝিয়ে বলবো যে এবারে এটা তোদের দোষ নয়!
স্কুল

লজ্জার ব্যাপার! টিঙ্কু, ছেলেদের কিছু হোমওয়ার্কের খাতা এনে বাঁটুলকে দেখাও যে, কেমন করে ওগুলি রাখতে হয়!
ঠিক আছে, স্যার! এই যে এনেছি!
তুমি দ্যাখো, এগুলি কেমন পরিপাটি আর পরিষ্কার!
ঠিক আছে, কিন্তু কেউ যদি ডেস্কে এইভাবে চাপড় মারে—
—এই ভাবে—
ওহ্, স্যার! টিকারের বড় বোতলটা এবার শূন্যে উঠে যাচ্ছে!

এটা শুধুই কাল যা ঘটেছিলো ঠিক সেইরকম!
দ্যাখ, সারা বইময় কালি!
দ্যাখো! এই সুন্দর পরিচ্ছন্ন হোমওয়ার্কের খাতাগুলি-এখন এগুলি নীরেট নীল!
ওহ, ঠিক আছে! আমি আপনার জন্যে আরো কিছু কিলে আনছি!
কাগজ কালির দোকানে
আমার কাছে যা আছে তা এইই সব, কিন্তু একটু ঘুরলে হয়তো যথেষ্ট পাওয়া যাবে! তবে দাম একটু বেশী লাগতে পারে!

ঠিক আছে! টস্ করে দেখি বেশী না কম। কম হলে ওদের চেয়েও কম দেবো কিন্তু।
টেল!
মুদ্রাটা কাউন্টারের ওপর পড়ছে।
কিন্তু অন্য প্রান্ত থেকে কালির একটা বড় বোতল ছিটকে উঠলো।
দুর্ভাগ্যবশতঃ ওটা সিলিংয়ে আঘাত করে ফেটে গেল, আর—

–মানুষ আর বইগুলি অর্দ্ধেকটা কালিতে চোবানো হয়ে গেল!
হুররা! তুমি কি ভালো গো বাঁটুলদা! তুমি শহরের প্রত্যেকটা হোমওয়ার্কের খাতা বরবাদ করে দিয়েছো। এখন এক সপ্তাহ আমাদের হোমওয়ার্ক নেই!
হাঃ! এখন আমাদের কালো খাতার ওপর সাদা রং দিয়ে অঙ্ক করতে হচ্ছে। অতি জঘন্য ব্যাপার!
দারুণ মতলব বাতলিয়েছো বাঁটুল! হাঃ হাঃ!

সমাপন

সিমেলায় এবার বেশ বরফ পড়েছে। আমরা প্যাপোশটা দরজায় আটকে কিছু মজা করি! আমি এটার তলায় বরফের একটা ডাঁই করে রাখি।
এবার আমরা প্যাপোশটার ওপর একটা তুষারমানব তৈরি করছি!
সব কাজ শেষ,এবার আমি দরজায় খটখটাবো!

দেখি এটা কে!
মরেছে! একটা তুষারমানুষ!
হাঃ হাঃ! হিঃ হিঃ!
গরর!
হাঃ হাঃ!
এই হচ্ছে একটা চলমান তুষারমানুষ!
চলমান তুষারমানুষ! আমি শিগগিরই এর ব্যাপারে দেখছি! প্রথমে আমি এই তুষারবলটা তৈরি করি!

বিচ্ছুদুটো ঐ বেড়ার পিছনে লুকিয়ে আছে কিন্তু এটা গিয়ে ওদের ঠিক লাগবে।
হিঃ হিঃ! বাঁটুলদার বিরাট তুষারবলটা বেড়ার কিছুটা অংশ আর সঙ্গে একজন মোটা লোককে তুলে নিয়ে গেলো!
হোই। মতলবটা কি? এই তুষারবল আমার বেড়া কে ভুঁড়লো?

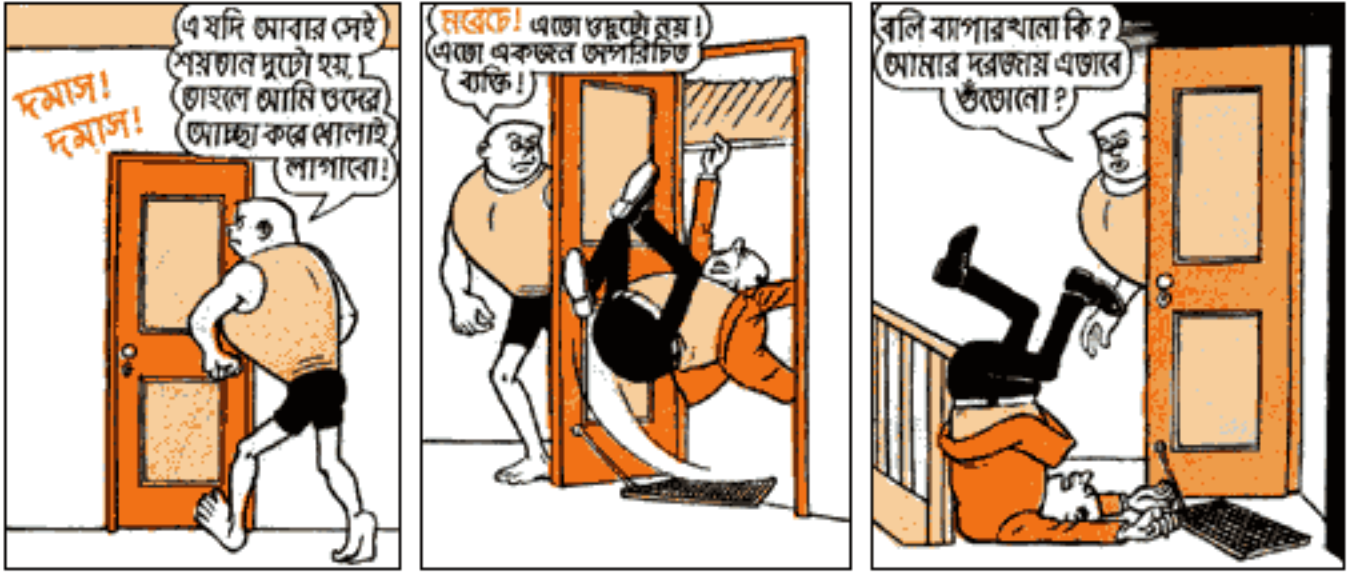
দমাস!
দমাস!
এ যদি আবার সেই শয়তান দুটো হয়, তাহলে আমি ওদের আচ্ছা করে ধোলাই লাগাবো!
সব্বেচে! এতো ওদুটো নয়! এতো একজন অপরিচিত ব্যক্তি!
বলি ব্যাপারখানা কি? আমার দরজায় এভাবে গুঁতোনো?

ভাগো!
ধড়াম!
আরিব্বাস!
কি দুর্দান্ত ঝো
রে মাইরি!

বাঁচাও! ছাদ থেকে বরফ পড়ছে!
ব্যারর্! আমরা বরফে ঢাকা পড়ে গেছি! আমাদের ভেতরে ঢুকে আগুনের কাছে যেতে দাও!
আমরা জমে যাচ্ছি!
আর বেশী চলমান তুষারমানুষের এই বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ! হাঃ হাঃ! হোঃ হোঃ!

সমাপন

শীতে সিমলায় সবাইকে নিয়ে মাসিবাড়ি বেড়াতে এসেছি। আর পাওয়া এই ছাতাটা জমা দিতে বেতার অফিস খানায় যাচ্ছি!
আবার বরফ পড়ে প্রায় দরজার সমান উঁচু হয়ে জমেছে!
গভীর বরফ সরিয়ে পথ করে চলতে আমি খুবই ভালোবাসি!
বেতার অফিস খানায়
দরজার কাছে কেউ এসেছে।
ভিতরে আসুন!

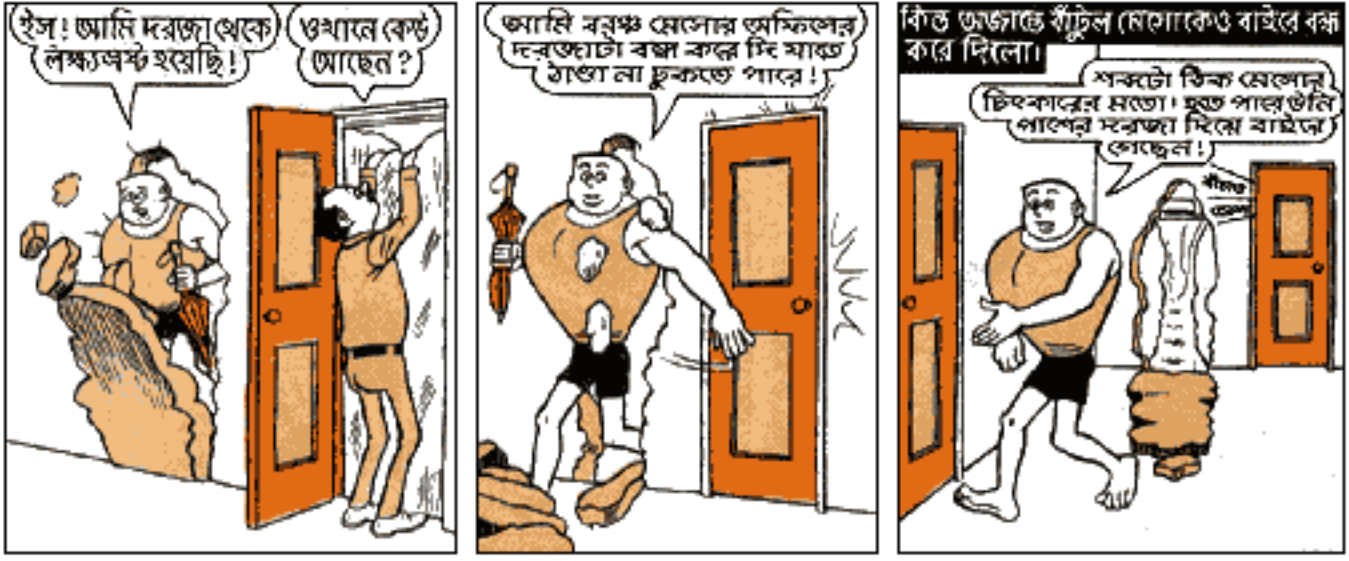

ইস! আমি দরজা থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি!
ওখানে কেউ আছেন?
আমি বরঞ্চ মেসোর অফিসের দরজাটা বন্ধ করে দি যাতে গুণ্ডা না ঢুকতে পারে!
কিন্ত অজান্তে শুঁটকো লোকটাকেও বাইরে বন্ধ করে দিলো।
শব্দটা ঠিক মেসোর চিৎকারের মতো! হতে পারে উনি পাশের দরজা দিয়ে বাইরে গেছেন!

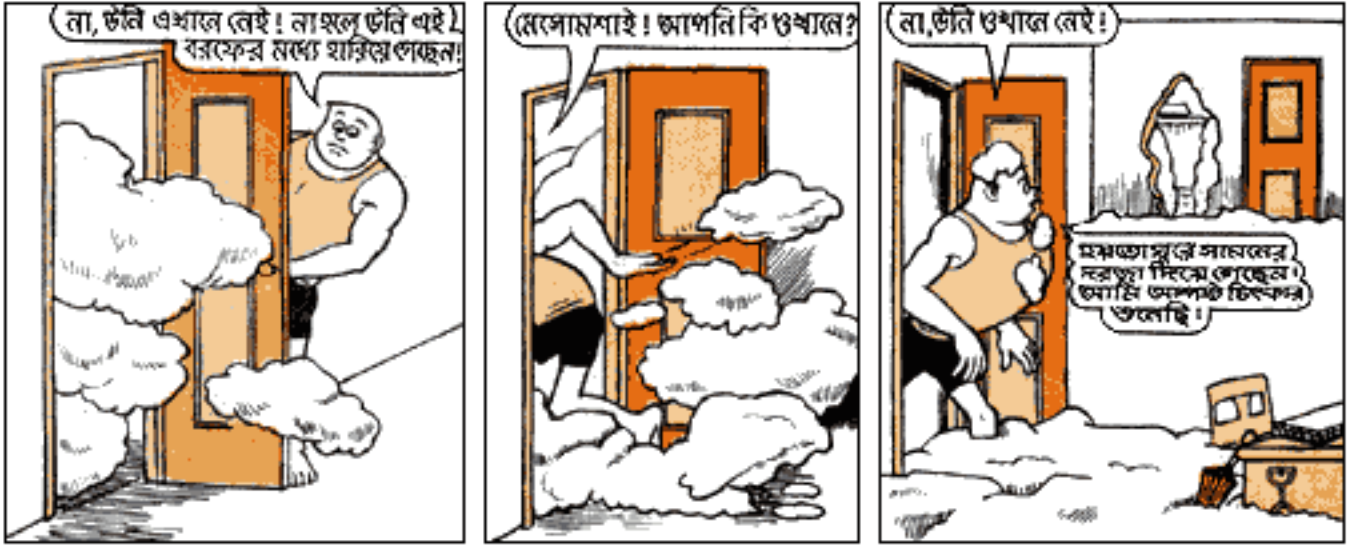

না, উনি এখানে নেই! না হলে উনি এই বরফের মধ্যে হারিয়ে গেছেন!
মেসোমশাই! আপনি কি ওখানে?
না, উনি ওখানে নেই!
হয়তো ঘুরে সামনের দরজা দিয়ে গেছেন। আমি অস্পষ্ট চিৎকার শুনেছি।

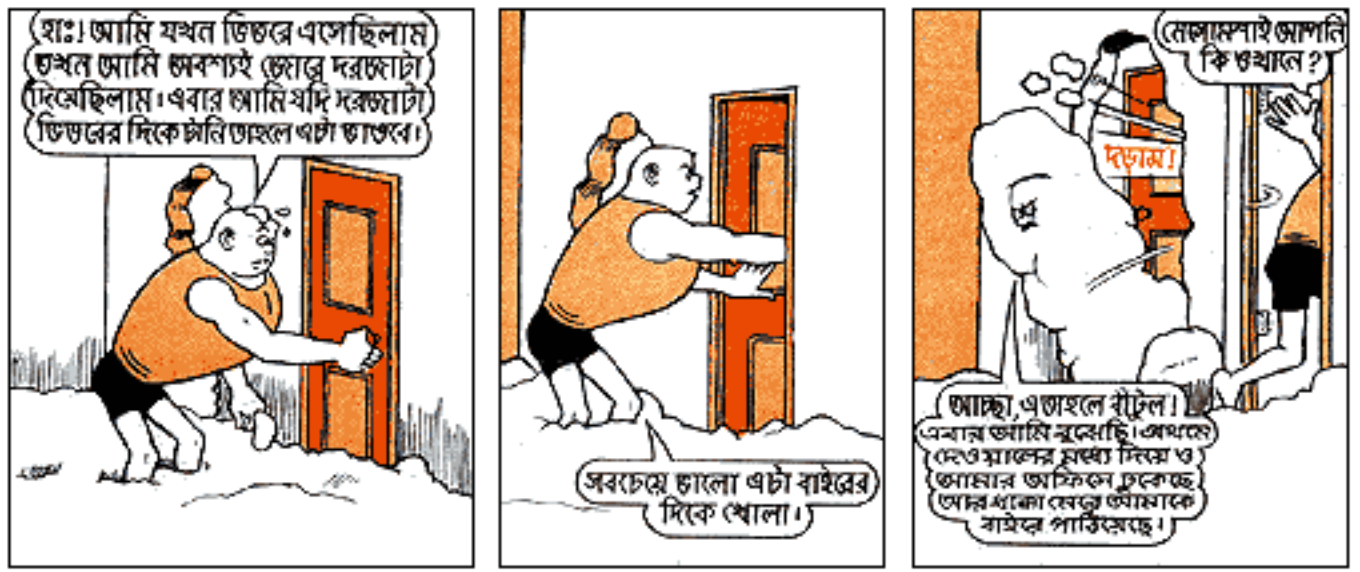

হুঃ! আমি যখন ভিতরে এসেছিলাম তখন আমি অবশ্যই জোরে দরজাটা দিয়েছিলাম। এবার আমি যদি দরজাটা ভিতরের দিকে টানি তাহলে এটা ভাঙবে।
সবচেয়ে ভালো এটা বাইরের দিকে খোলা।
মেজোমশাই আপনি কি ওখানে?
দড়াম!
আচ্ছা, এ তাহলে বাঁটুল! এবার আমি বুঝেছি। অথচ সে দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে ও আমার অফিসে ঢুকেছে আর এখন সে আমাকে বাইরে পাঠিয়েছে!

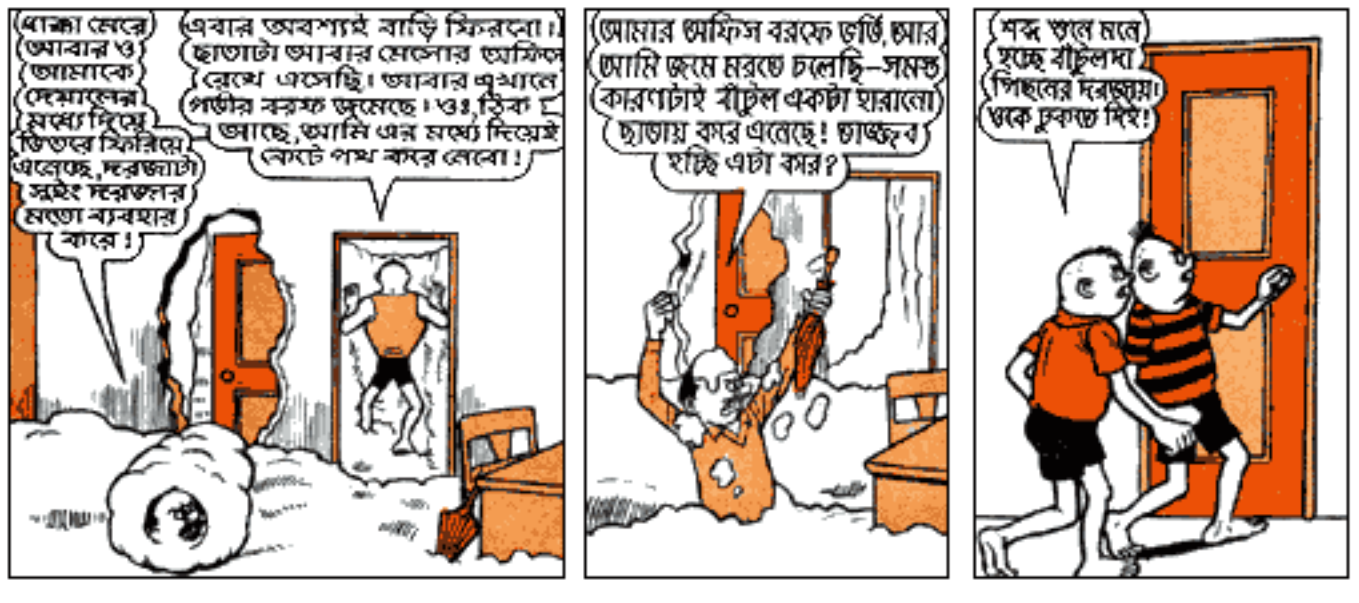
ধাক্কা মেরে আবার ও আমাকে দেয়ালের মধ্যে দিয়ে ভিতরে ফিরিয়ে এনেছে, দরজাটা সুইং দরজার মতো ব্যবহার করে!
এবার অবশ্যই বাড়ি ফিরবো। ছাতাটা আবার মেসোর অফিসে রেখে এসেছি। আবার এখানে গভীর বরফ জমেছে। ওঃ, ঠিক আছে, আমি এর মধ্যে দিয়েই কোনো পথ করে নেবো!
আমার অফিস বরফে ভর্তি, আর আমি জমে মরতে চলেছি—সমস্ত কারণটাই বাঁটুল একটা হারানো ছাতায় করে এনেছে! তাজ্জব হচ্ছি এটা করে?
শব্দ শুনে মনে হচ্ছে বাঁটুলদা পিছনের দরজায় থাকে ঢুকতে দিই!

একি এযে শুধু বরফের একটা ফাঁকা দেওয়াল। তুমি কোথায় বাঁটুলদা? ভেতরে এসো!
আরে বাড়িতে কেউ নেই, আমি ভেবেছি বিচ্ছু দুটোর সাড়া পেয়েছি। ওরা নিশ্চিত খেলতে গেছে — আমার দরজাটাও খুলে রেখে গেছে। এটা আমি বন্ধ করে দি।
বুদ্ধু! তুমি আমার অফিসারকে রেফ্রিজারেটরের মতো বানিয়ে ফেলেছো!

সমাপন

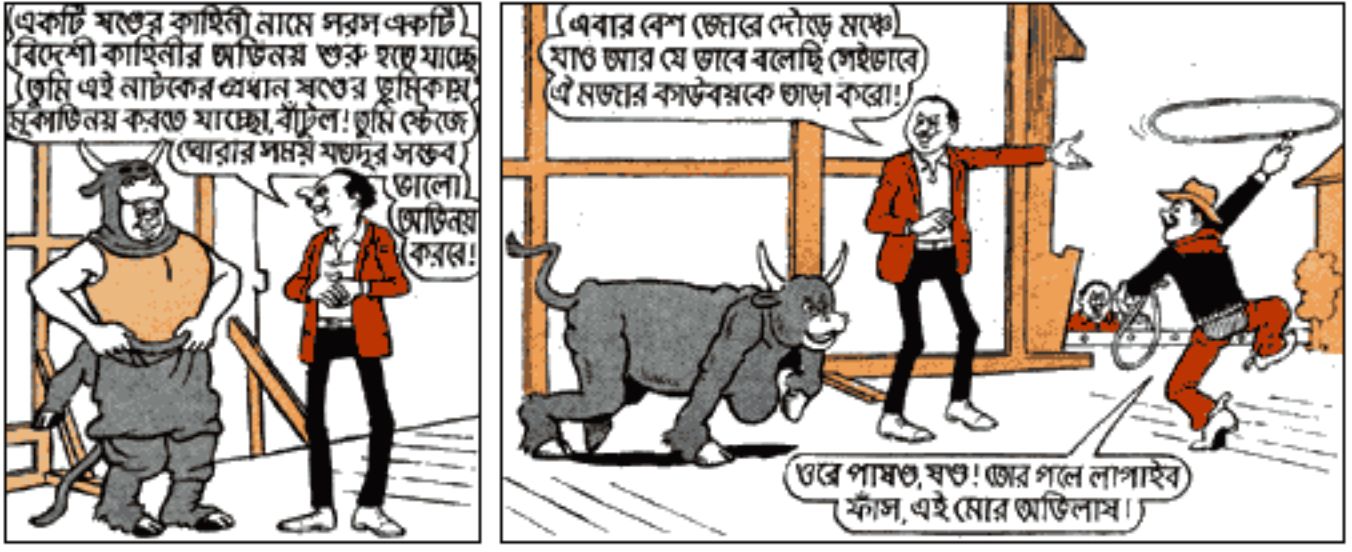
একটি ষণ্ডের কাহিনী নামে সরস একটি বিদেশী কাহিনীর অভিনয় শুরু হতে যাচ্ছে তুমি এই নাটকের প্রধান ষণ্ডের ভূমিকায় অভিনয় করতে যাচ্ছো, বাঁটুল! তুমি স্টেজে ঘোরার সময় যতদূর সম্ভব ভালো অভিনয় করবে!
এবার বেশ জোরে দৌড়ে মঞ্চে যাও আর যে ভাবে বলেছি সেইভাবে ঐ মজার কাউবয়কে তাড়া করো!
ওরে পাষণ্ড, ষণ্ড! তোর গলে লাগাইব ফাঁস, এই মোর অভিলাষ।

তুমি তোমার শিং দিয়ে আমাকে তুলে ফেলে দাও, বাঁটুল!
হিঃহিঃ!
হাঃহাঃ!
ঠিক আছে! এই শুঁতোলাম!
ওপস্! আমি দৃশ্যপটে শুঁতো মেরেছি!
ফাঁস!
আমি লাফিয়ে উঠছি এটা দেখাতে যে আমি যেন সত্যি সত্যি ছিটকে গেছি!

আমার চোখের ওপর দৃশ্যপটের টুকরো থাকায় আমি ভালোমতো দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমার কাজ হচ্ছে যতক্ষণ না ল্যাসোয় ধরা পড়ছি ততক্ষণ দৌড়ে যুরপাক খাওয়া।
এই রাগী ষাঁড়টাকে আমায় অবশ্যই থামাতে হবে!
ধরেছি ওকে!
এখন আমি ওকে টেনে মাঠের বাইরে নিয়ে যাবো!

ওপস্! আমি কোন কিছুর মধ্যে দিয়ে দৌড়োচ্ছি!
দেখে চলো, বাঁটুল!
আমি নির্ঘাত আমার দৃশ্য পটের মধ্য দিয়ে গেছি!
হাঃ! ও একেবারে দেয়াল ফুঁড়ে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে!
ষাঁড়টাকে আমি ভয় দেখিয়ে ঘুরিয়ে দি! ওটা আমাদের দোকানের দিকেই আসছে!

স্টেজ ম্যানেজারের নির্দেশ আমি শুনতে পাচ্ছিনা—কিন্তু আমি মঞ্চে দৌড়োনোটা চালু রাখবো। ওঃ! আমি কিছুতে গুঁতো মেরেছি!

আমি এখন ঠিক আছি! আমি বুঝতে পারছি ঐ মজার কাউবয় ল্যাসোটা ধরে আছে!
সাহায্যের জন্যে আমি ছুটে থিয়েটারে যাই!

সাহায্যের জন্যে আমি প্রত্যেকটা বলশালী লোক চাই! বাইরে ওখানে গোলমাল হচ্ছে — একটা বুনো ষাঁড় জায়গাটা তছনছ করছে!
আমার দুশ্চিন্তাও বাড়িয়েছে কারণ ঐ ষাঁড়-ও হচ্ছে বাঁটুল!

এ বাঁটুল, তাই নাকি? তোমাকে গ্রেপ্তার করছি! তুমি আমার গাড়ির হাঁড়ির হাল করেছো!
— আর আমার নাটক প্রদর্শনীর! তোমাকে বহিষ্কার করা হলো!
হায় কপাল! আটক করতে গিয়ে ফাটকে আটক হতে যাচ্ছি!

সমাপন

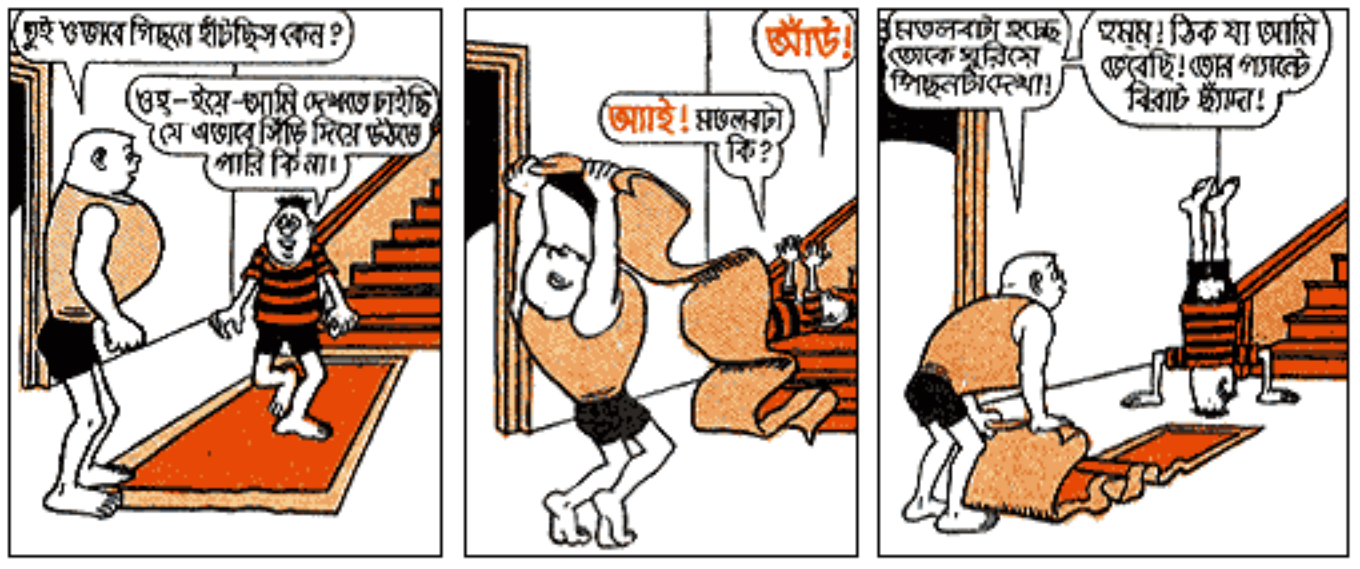
তুই ওভাবে পিছনে হাঁটছিস কেন?
ওহ্—ইয়ে—আমি দেখতে চাইছি যে এভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারি কি না।
আঁউ!
আাই! মতলবটা কি?
মতলবটা হচ্ছে তাকে ঘুরিয়ে পিছনটা দেখা!
হুমম্! ঠিক যা আমি ভেবেছি! তোর প্যান্টে বিরাট ছাঁদা!

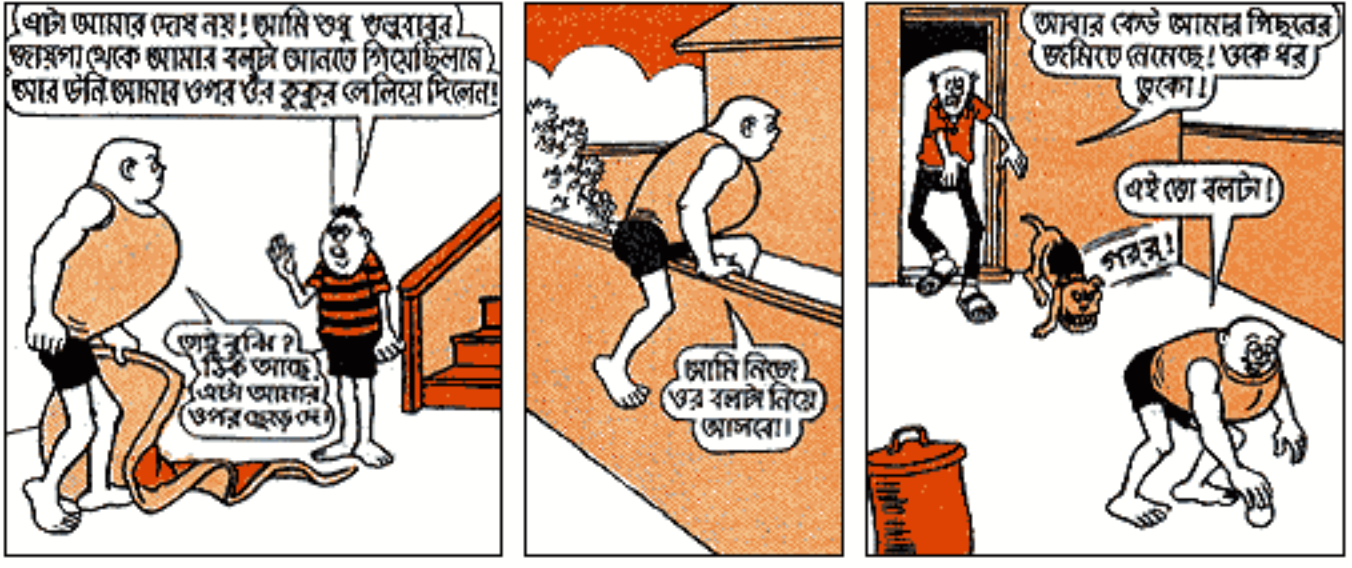

এটা আমার দোষ নয়! আমি শুধু গুহবাবুর জায়গা থেকে আমার বলটা আনতে গিয়েছিলাম আর উনি আমার ওপর ওঁর কুকুর লেলিয়ে দিলেন!
তাই বুঝি? ঠিক আছে, এটা আমার ওপর ছেড়ে দে!
আমি নিজে ওর বলটা নিয়ে আসবো।
আবার কেউ আমার পিছনের জমিতে নেমেছে! ওকে ধর ছুকো!
গররর্‌!
এই তো বলটা!

মরেচে! গুলুবাবুর পাহারাদার কুকুর আমাকে কামড়াতে গিয়ে ওর দাঁত ভেঙে ফেলেছে!
কেঁউ!
কড়াক
আপনার ভয়ঙ্কর কুকুরটা আমার প্যান্ট ছিঁড়ে দিয়েছে! দেখুন!
ও কিছুই নয়! ওটা তুমি পালটাতে পারবে! কিন্তু আমি ওর মতো পাহারাদার কুকুর আরএকটা পাবো না!
আপনি আমাকে প্যান্ট কিনে দিন আর আমি আপনার কুকুরের ঘরে আজ রাতে ভয়ঙ্কর কিছু দেখি!

সেইদিন রাতে
শুম্ভুবাবুর বাড়ি ঢুকে কুকুরের আগে, আমরা রেস্তোরাঁ থেকে আনা মাংসে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে ওর কুকুরটাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো!
এটা একটা মজার কুকুর তো! এটা থাবা বাড়িয়ে মাংসটা তুলে নিলো!
খুব সুস্বাদু খাদ্য ছিলো। আরো কিছু ফ্যালো!
!
?

জোর টর্চের আলো ওটার ওপর ফ্যাল!
এই কুকুরের ঘরে একটা মানুষ? হতেই পারে না! এটা নির্ঘাত একটা কুকুর কমিক মুখোশ পরে আছে!
ওরা যা দেখলো-
কুকুরের ঘরটা শূন্যে ঠেলে উঠছে! আর তার নীচে গর্তের মধ্যে পেলায় একজন মানুষ!

দুটোকেই ধরেছি!
আঁউ!
হুঁরুক!

ভাবছি দুটো খোঁয়াড়ে ঢোকার জন্যে বড্ড হাঁকু পাকু করছে। ওদের তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। হেঃ হেঃ!

সমাপন

বাঁটুলদা, পুরোনো লোহার এই জিনিসগুলো নিয়ে তুমি আমাকে বর্ম তৈরি করে দিতে পারবে?
হুম, বাচ্চুর তৈরি জিনিস! একটা মুখ, একটা ডাস্টবিন আর এক টুকরো ড্রেন পাইপ!
আমি চিমনির অংশটা দিয়ে শুরু করবো। এটাকে প্রথমে দু টুকরো করে ছিঁড়বো!
এটার ওপর আমি দুটো পা বানিয়েছি! আর এই যে — লোহার পাজামা হয়ে গেলো!
সাবাশ, বাঁটুলদা! ভেবেছিলাম লোহার চিমনিটা কি কাজে আসবে!

এবারে তোর হাতের আর পায়ের জন্যে কিছু টুকরো করতে হবে।
দেখি যদি এটা ঠেলে তোর পায়ে ঢোকাতে পারি।
ঘুঁসি মেরে এবার আমি ডাস্টবিনের তলায় একটা ঢিপি তৈরি করি।

এই ভাবে !
তারপর আঙুলের খোঁচায় এতে কিছু গর্ত করা।
এবার চাপাচ্ছি ! একেবারে একসাথে শিরস্ত্রাণ, বক্ষ এবং পৃষ্ঠ রক্ষাকারী লৌহ পাত !
দুঃখের বিষয় এই ধাতুর তৈরি চিমনি প্যান্ট পরলে তোকে সব সময় বেঁকে চলতে হবে।
ওসব ঠিক আছে, বাঁটুলদা !

পরদিন সকালে
ঐ যে বিচ্ছুটোর বস! কিন্তু মনে হচ্ছে কিছু একটা হারিয়েছে!
আশ্চর্য, আজ হঠাৎ এতো সকালে স্কুলে ছুটলো কিসের জন্যে।
এইজন্যে!
ক্লাস টিচার আসছেন কিনা নজর রাখ, দোস্ত!
একটু পরেই
অ্যাইও! এসব কি? একটা ছেলে ছুটে এসে যেন আমাকে পদাঘাত করছে!

এই তুই বেরিয়ে আয়, এটা তোর কাজ!
হ্যাঁ, স্যার! আমি যথার্থই এটা স্বীকার করছি!
ওটা করে আমি খুবই অনুতপ্ত, স্যার! এজন্যে আপনিও আমাকে পদাঘাত করুন।
হ্যাঁ, সেটাই হবে তোর উপযুক্ত শাস্তি!
না! থামুন!

অনেক দেরী করে ফেলেছো, বাঁটুলদা!
গেছি রে!
হাঃ হাঃ হাঃ!
ওয়াফ্স্!
শয়তান, বিচ্ছু!
অবশেষে বাঁটুল বুঝতে পারলো যে, কেন বিচ্ছুটা একটা লোহার প্যান্ট চেয়েছিলো।
আবার বিচ্ছু নয়ন এক এখন দুঃখিত, টিচারের শাস্তি দেবার কাজটা বাঁটুল নিজেই নিয়েছে বলে।

সমাপন

এইমাত্র কারও কাছ থেকে একটা অদ্ভুত রহস্যজনক চিঠি – এতে বলছে, তোমার কাছে অবশ্যই মূল্যবান কিছু শহরের বাইরে একটা ল্যাম্পপোস্টের নীচে রাখা আছে। মোটা মুক্তিমূল্য আমাদের দিলে তুমি ওটা ফেরত পাবে। মুক্তিমূল্য! এঃ? হাঃ! আমি তা দেখে তার চাঁদি সেলামেত নজরে দেবো যে এটা করেছে সে যেই হোক না কেন।
আমার রুমালটা কোথায়? ওঃ, চুলোয় যাক, ওটা দেখার আমার সময় নেই!
তাজ্জব, আমার কাছ থেকে ও কি চুরি করেছে? বেশ, আমি শিগগিরই খুঁজে বের করবো, আর যখন খুঁজে পাবো তখন দয়া করে ওকে সাহায্য করবো!
এই যে লম্বা সফরের জন্যে নৌকোখানা যাচ্ছে। যতক্ষণ পিসি তার জন্মদিনের পার্টির জন্যে খাবার বানাবে ততক্ষণ এটা ওকে বাইরে রাখবে।

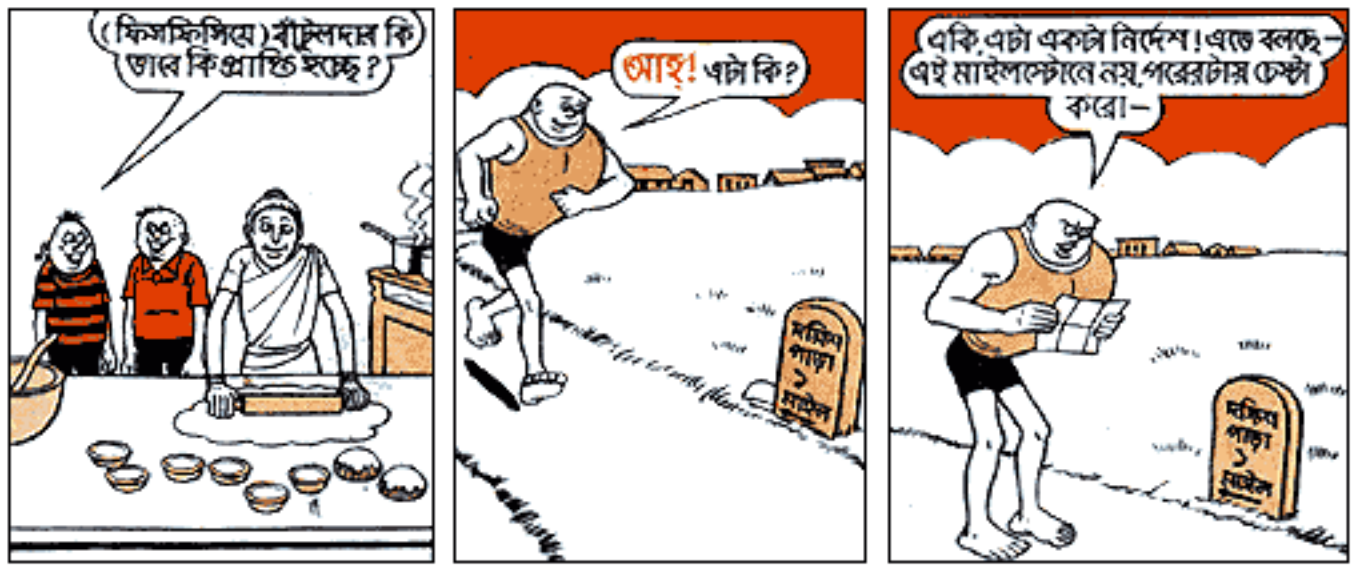

(ফিসফিসিয়ে) বাঁটুলদার কি তাবে কি প্রাপ্তি হচ্ছে?
আহ্! এটা কি?
একি, এটা একটা নির্দেশ! এতে বলছে — এই মাইলস্টোনে নয়, পরেরটার কাছে করো —

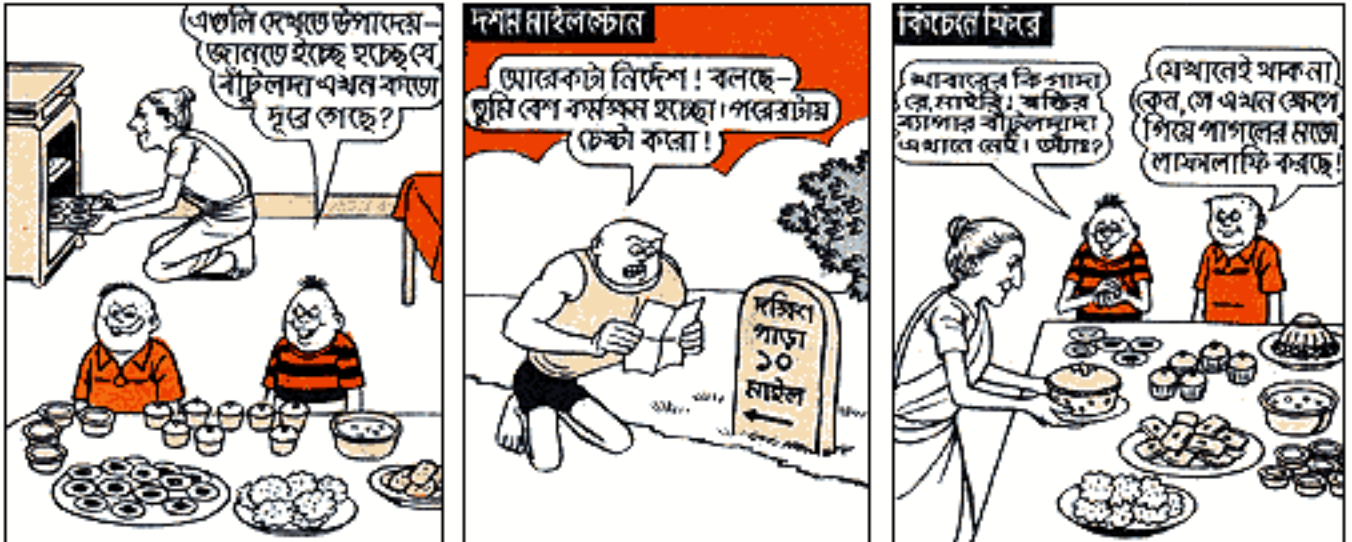

এগুলি দেখতে উপাদেয় — জানতে ইচ্ছে হচ্ছে যে বাঁটুলদা এখন কতো দূর গেছে?
দশম মাইলস্টোনে
আরেকটা নির্দেশ! বলছে— তুমি বেশ কর্মক্ষম হয়েছো। পরেরটায় চেষ্টা করো!
দক্ষিণ পাড়া ১০ মাইল
কিচেনে ফিরে
খাবারের কি গন্ধ রে, মাইরি! কিন্তু ব্যাপার বাঁটুলদা এখানে নেই। কোথায়?
যেখানেই থাক না কেন, সে এখন জেলে গিয়ে পাগলের মতো লাফালাফি করছে!

বিশমাইলস্টোনের পর
"তুমি যা খুঁজছো সেটা হয়তো তুমি পরের মাইলস্টোনে পেতে পারো।"
২০ মাইল
বিকেলে ফিরে
এতোক্ষণ খাবার আমরা কোথায় লুকোনো যদি খুঁজতাম আমাদের আগেই এসে হাজির হয়।
এসব বাইরে কোথাও রাখতে হবে কারণ বাড়িতে রাখলে গন্ধ শুঁকে ও ঠিক গিয়ে হাজির হবে!
তিরিশমাইলস্টোনে আর একটা নির্দেশ
"হাঃ হাঃ! তোমাকে বুদ্ধু বানিয়েছি! যে জিনিস যা তোমার কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে সেটা বাড়িতে তোমার বিছানার নীচে রাখা আছে"
গররর!
৩০ মাইল

গাঁক্ গাঁক্ !
গর্র্!
দক্ষিণপাড়া দৃশ্যমান হলো
বাড়ি ফিরে
এইযে আবার ও ফিরে এসেছে!
খাবারগুলো আমরা তাড়াতাড়িই লুকিয়েছি!

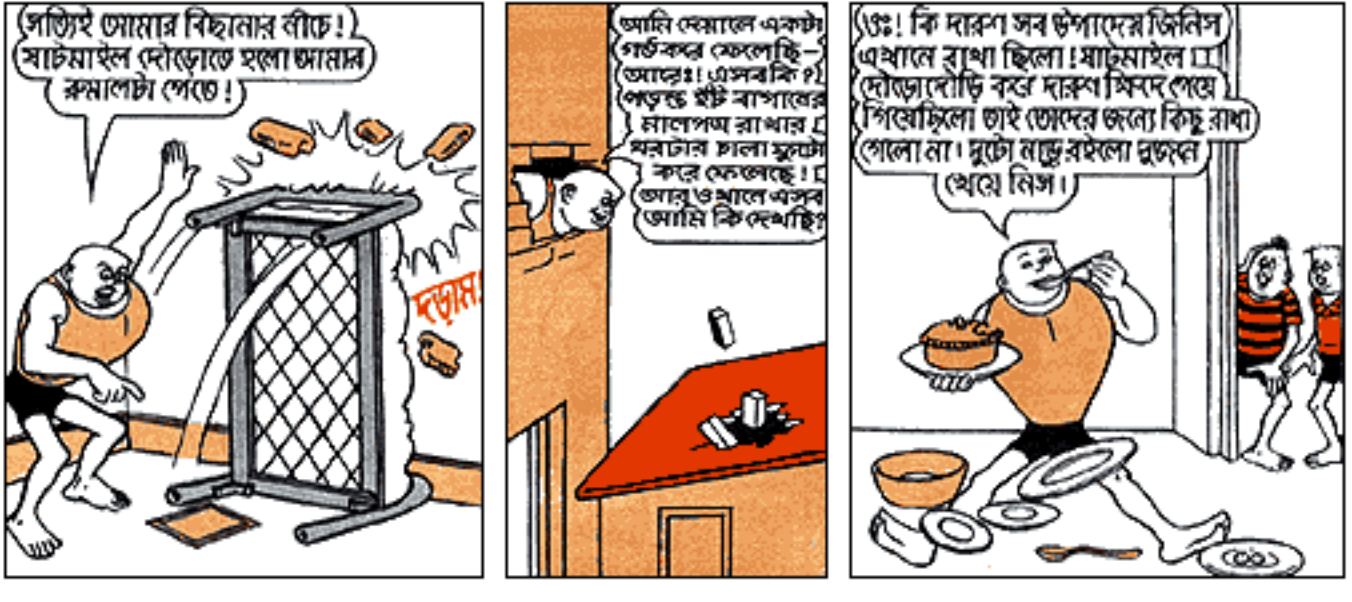

সত্যিই তোমার বিছানার নীচে! মাইলমাইল দৌড়াতে হলো আমার রুমালটা পেতে!
দড়াম!
আমি দেয়ালে একটা গর্ত করে ফেলেছি— আঃ! এসব কি?!
ওঃ! কি দারুণ সব উপাদেয় জিনিস এখানে রাখা ছিলো! মাইলমাইল দৌড়াদৌড়ি বড্ড দারুণ খিদে পেয়ে গিয়েছিলো তাই তোদের জন্যে কিছু রাখা গেলো না। দুটো বাচ্চু রইলো দুজনে খেয়ে নিস।

সমাপন

ছোঁড়াদুটো ঘোড়ার নাল ছুঁড়ে সেটা খোঁটায় আটকানোর খেলা খেলছে।
বরাত খারাপ! তুই ফস্কেছিস, দোস্ত!
আমি এতে যোগ দিলে কেমন হয়, বাচ্চুরা?
ঠিক আছে, বাঁটুলদা, তবে প্রচণ্ড জোরে ছুঁড়বেনা!

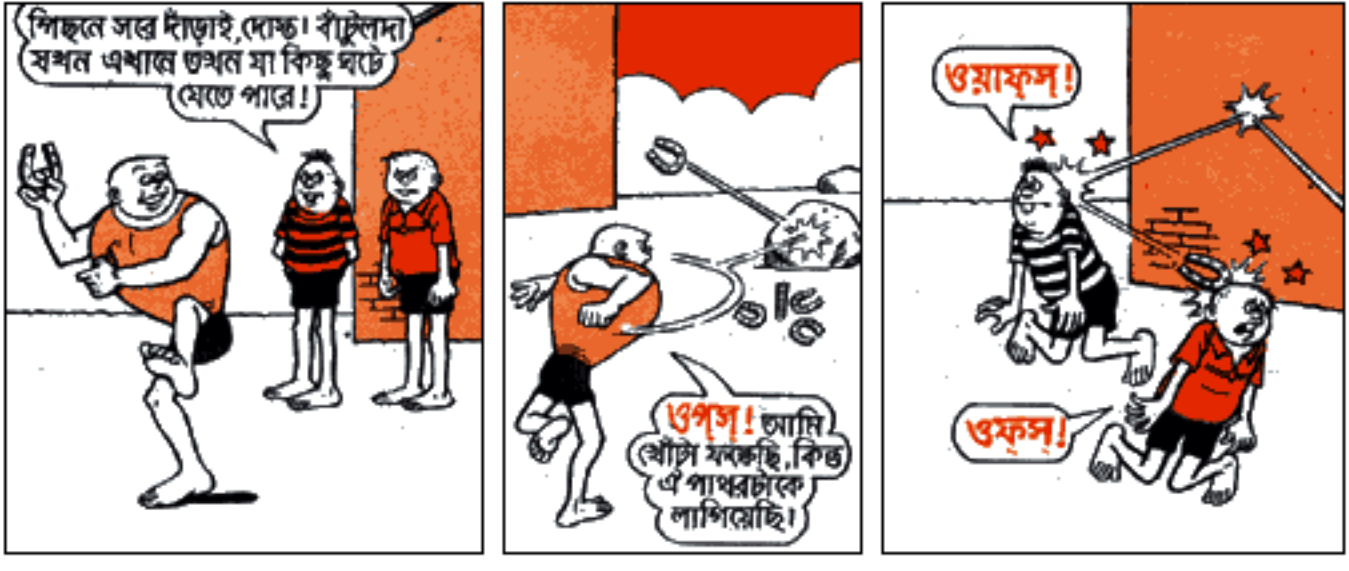

পিছনে সরে দাঁড়াই, দোস্ত। বাঁটুলদা যখন এখানে তখন যা কিছু ঘটে যেতে পারে!
ওপ্স! আমি খোঁচা মেরেছি, কিন্তু ঐ পাথরটাকে লাগিয়েছি!
ওয়াক্স্!
ওক্স্!

তুমি তোমার ক্ষমতা জানোনা! যদি তুমি কোন কিছু প্রতিবন্ধক না জোগাড় করো তোমার সঙ্গে খেলছিনা।
একটা বড় ঘোড়ার নাল পেলে কাজ হতে পারে। আমি ভাঙাচোরা লোহালক্কড় রাখার জায়গায় খোঁজ করে দেখি।
এই ঘোড়ার নালটা দুর্দান্ত, এটা নির্ঘাত কোন কামারের দোকানের চিহ্ন ছিলো।
অমকেতের লোহালক্কড়
কিন্তু বাঁটুল বোঝেনি যে ওটা একটা বিরাট বড়ো চুম্বক

এই যাচ্ছে!
ইরুক! আমি আমার বকলস দিয়ে আকর্ষিত হয়েছি!
আমিও!
উরফস!
ওফস!
ধপাস!
ওপস! এটা কি আমি করেছি?

হয়ে, বাঁটুলদা, এইমাত্র চিন্তা করে একটা রাস্তা বের করলাম যাতে তুমি নিরাপদে আমাদের খেলায় অংশ নিতে পারো।
চুম্বকটা মাটিতে না গাড়া পর্যন্ত তুমি চুপচাপ থাকো।
নিশ্চয়ই, কিন্তু এটা করছিস কেন?

এবার এই খোঁটা তুমি তোমার মুখে কোঁটার মতো ধরে থাকো, বাঁটুলদা।
সঠিক নিশানায়! বাঁটুলদা আর চুম্বক আমাদের খেলার দারুণ উন্নতি ঘটিয়েছে। একটাও নাল টাল খেয়ে এদিক ওদিক যাবেনা।
হ্যাঁ! আর আমাদের উঁতো খাবারও কোন সম্ভাবনা নেই।

সমাপন

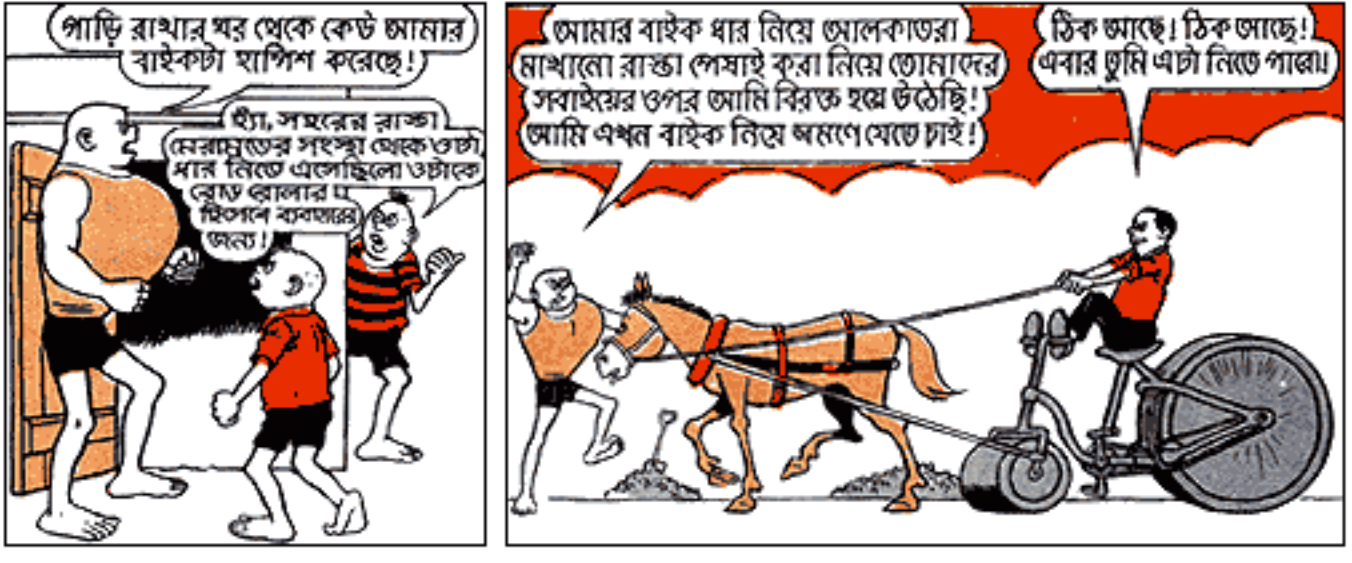
গাড়ি রাখার ঘর থেকে কেউ আমার বাইকটা হাপিশ করেছে!
হ্যাঁ, সহরের রাস্তা মেরামতের সংস্থা থেকে ওটা ধার নিতে এসেছিলো ওটাকে রোড রোলার হিসেবে ব্যবহারের জন্য!
আমার বাইক ধার নিয়ে আলকাতরা মাখানো রাস্তা সেঁকাই করা নিয়ে তোমাদের সবাইয়ের ওপর আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছি! আমি এখন বাইক নিয়ে ভ্রমণে যেতে চাই!
ঠিক আছে! ঠিক আছে! এবার তুমি এটা নিতে পারো!

বাঃ! এবার ও আলকাতরায় আটকেছে! বেশ হয়েছে,এটা ওর ঠিক ব্যবস্থা হয়েছে!
তুমি তোমার শক্তিশালী বাইকটা সহরে ওদের কাছে বেচে দিতে পারো বাঁটুলদা,তারপর তুমি ওটা ওদের কাছ থেকে ধার নিয়ে সাইকেল দৌড় করতে পারো- আর দেখো ওরা এটা কি রকম পছন্দ করে!
এটা একটা চমৎকার আইডিয়া! কিন্তু আমি এটা আসল করবো কি করে?
কাগজে দেওয়ার জন্যে একটা বিজ্ঞাপন লিখে ফেলি-
খুব সস্তায় রোড রোলার বিক্রয় হইবে!

এইযে কাগজের এখানে একটা রোড রোলারের বিজ্ঞাপন, মেয়র মহোদয়! আমার বাইক ধার নেওয়া বন্ধ করতে পথদপ্তরের এটা কেনা উচিত!
মেয়র
চমৎকার! ঠিকানাটা কি? শহরতলীর শেষ প্রান্তে? ঠিক আছে, আমি ওটা কিনতে কাউকে পাঠাচ্ছি!
মেয়র
আমাকে আগে ওখানে পৌঁছতে হবে!
এই ঠিকানা আমি দিয়েছিলাম- একটা পোড়ো বাড়ি! আমি শহরের লোকের কাছে অবশ্যই পরিচিত হতে চাই না, তাই আমি বুড়ো হানফার ছদ্মবেশ নিয়েছি!

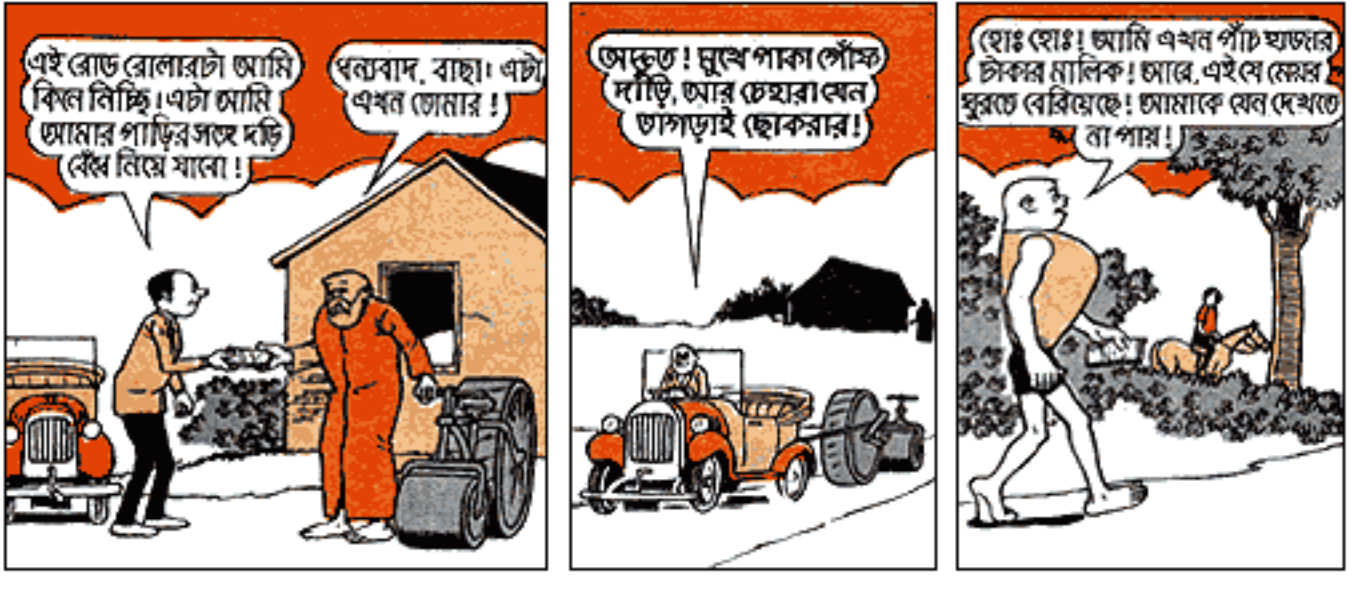

এই রোড রোলারটা আমি কিনে নিচ্ছি! এটা আমি আমার গাড়ির সঙ্গে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবো!
ধন্যবাদ, বাছা। এটা এখন তোমার!
অদ্ভুত! মুখে পাকা গোঁফ দাড়ি, আর চেহারা যেন তাগড়াই ছোকরার!
হোঃ হোঃ! আমি এখন পাঁচ হাজার টাকার মালিক! আরে, এই যে মেয়ের ঘুরতে বেরিয়েছে! আমাকে যেন দেখতে না পায়!

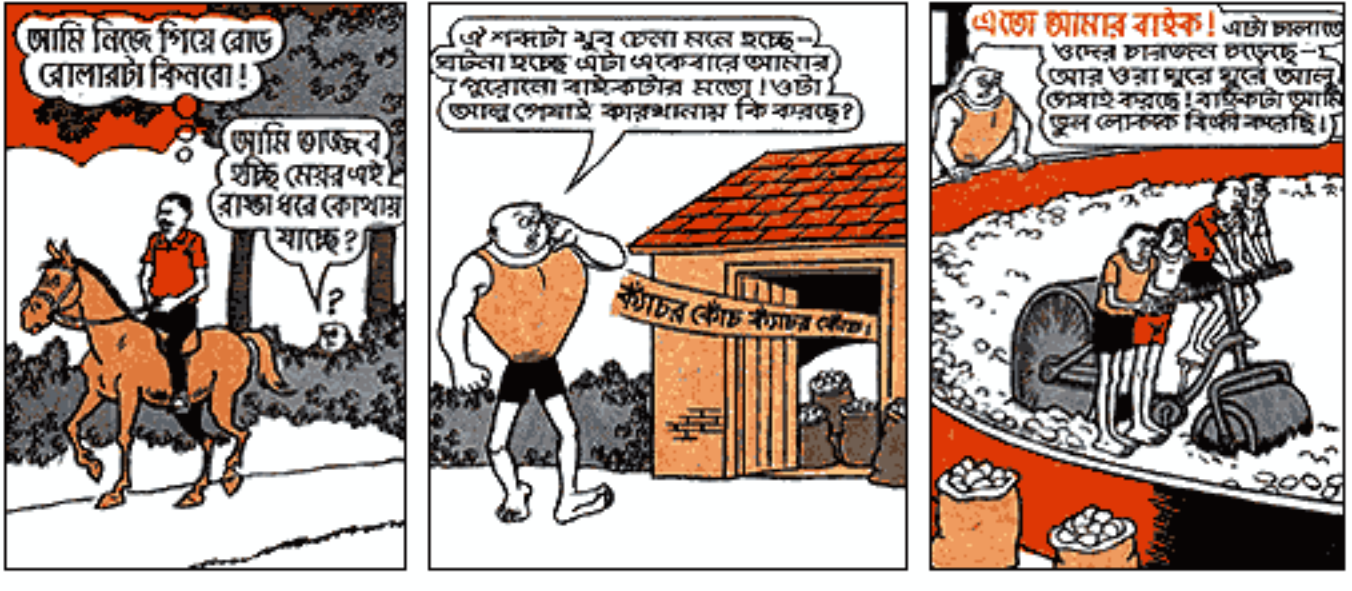

আমি নিজে গিয়ে রোড রোলারটা কিনবো !
আমি ভাবছি ঘোড়সওয়ার এই রাস্তা ধরে কোথায় যাচ্ছে ?
এই শব্দটা খুব চেনা মনে হচ্ছে— মনে হচ্ছে এটা একেবারে আমার পুরোনো বাইকটার মতো ! ওটা আলু পেষাই কারখানায় কি করছে?
এ তো আমার বাইক !
এটা চালাচ্ছে ওদের চালকদের দেখছি— আর ওরা ঘুরে ঘুরে আলু পেষাই করছে ! বাইকটা আমি ভুল লোককে বিক্রী করেছি !

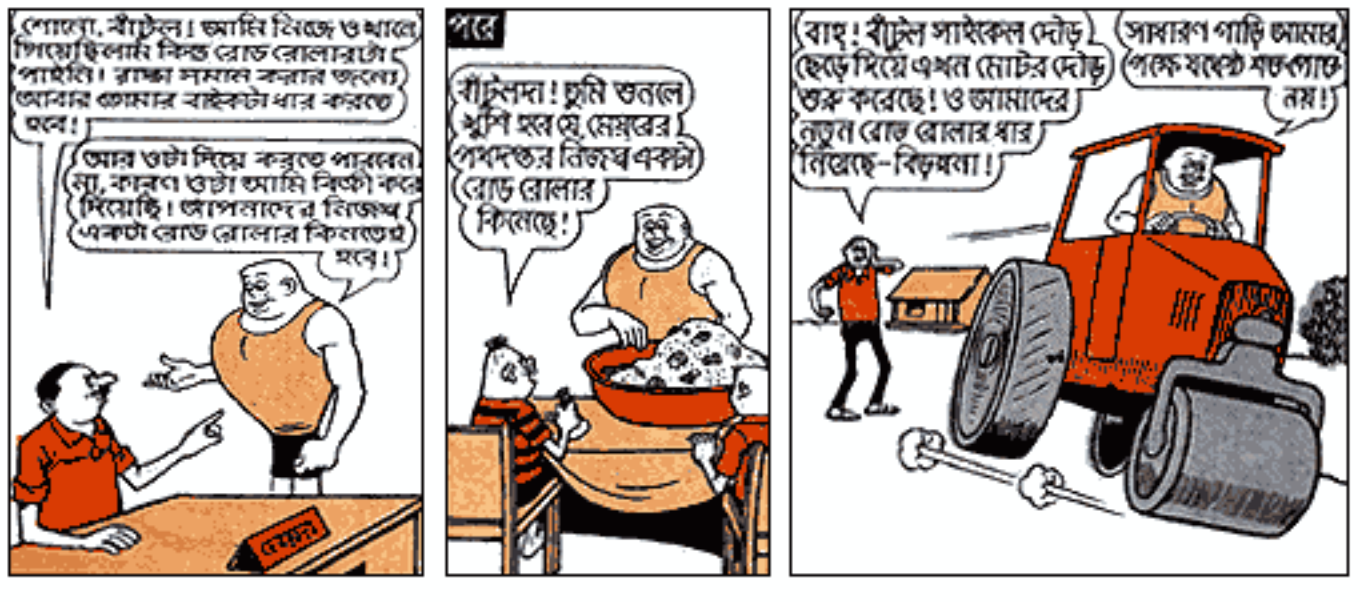

শোনো, বাঁটুল! আমি নিজেও ধারে নিয়েছিলাম কিন্তু রোড রোলারটা পাইনি। রাস্তা সমান করার জন্যে আবার তোমার বাইকটা ধার করতে হবে!
আর ওটা নিয়ে করতে পারবেন না, কারণ ওটা আমি বিক্রী করে দিয়েছি। আপনাদের নিজস্ব একটা রোড রোলার কিনতেই হবে!
পরে
বাঁটুলদা! তুমি শুনলে খুশি হবে যে, মেয়রের পথদপ্তর নিজস্ব একটা রোড রোলার কিনেছে!
বাঃ! বাঁটুল সাইকেল দৌড় ছেড়ে দিয়ে এখন মোটর দৌড় শুরু করেছে! ও আমাদের নতুন রোড রোলার ধার নিয়েছে—বিড়ম্বনা!
সাধারণ গাড়ি আমার পক্ষে যথেষ্ট শক্তপোক্ত নয়!

সমাপন

নিজেকে আমি ঠিকঠাক রাখবো। তাই ব্যায়ামাগারে গিয়ে তাই কাছে আমাকে কসরত করতে হবে।
ট্রাম্পোলিনের ওপর আমি আমার পায়ের ব্যায়াম করি।

অস্ত্রাগারকে পুরোপুরি খসিয়ে দেবার আগে তুমি সব পাকা, বাঁটুল!
আঃ হা! সকালে বক্সিংয়ের জন্যে আমি এই ইটের দেওয়ালটা বেছে নিতে পারি।

আমার চুল!
ইলুক!
চকাস্!
দমাস্!
যাও, আর শহরের বাইরে গিয়ে তুমি তোমার প্র্যাকটিস করো, যে খানে তুমি কোন ক্ষতি করতে পারবে না।
বাহ্! আমার চুলের দিকে তাকাও!
এই বড় পাথরটা ছুড়ে আমি ঢের আরাম করতে পারি।

কিন্তু বাঁটুলের ছোঁড়া পাথর রেল লাইনের পয়েন্টের লিভারে আঘাত করলো –
বেশ, বেশ! যত্ন করে দেওয়া এই ব্রাঞ্চ লাইনের পুলটার তলা এঁটে দেওয়া হয়েছে। এটা আমার একটা মতলব দিয়েছে।
এখানে আমি কিছু সময় বক্সিং করবো, যেখানে এটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ধ্যাৎ! ডাকাতেরা গাড়ি আলাদা করে দিয়েছে আর সোনা ভর্তি মাল রাখার গাড়ি নিয়ে চম্পট দিচ্ছে!
তাজ্জব! ওরা পুরোনো ব্ল্যাক লাইন করাবার যাচ্ছে।
চা-চা গাহারাদারজী! এটাই হচ্ছে সব চেয়ে বড়ো রেল ডাকাতি!

চমৎকার সোজাসুজি একটা ডাবহাতি যাচ্ছে।

উফ্!
আঁউক্!
দড়াম!

দারুণ করেছো, বাঁটুল!
তুমি ওদের সোজা জেলে নিয়ে যেতে পারো
আর আমি সারা পথ আমার এই নয়া বারবেল নিয়ে প্র্যাকটিস করতে করতে যাব!
হিঃ হিঃ!